# খবরের প্রতিবাদ

Khabare Pratibad ● Agartala ● 2nd Year ● Issue - 71 (Morning Weekly) ● RNI No -TRIBEN/2023/88193 ● Friday, 19 December, 2025 ● ৩ পৌষ, শুক্রবার, ১৪৩২ বাং ● ফোন ঃ 6009513751 ● Email :khobarepratibadofficial@gmail.com ● মূল্য ঃ ৩ টাকা ● Page 4


## সবার মধ্যেই মেধা রয়েছে, সেই মেধাকে অধ্যাবসায়, পবিচর্যা, পরিশ্রম এবং চেষ্টার মাধ্যমে বিকশিত করতে হবে: মুখ্যমন্ত্রী

**খবরে প্রতিবাদ, ১৮ ডিসেম্বর ।।** রাজ্যের একমাত্র সরকারি ডেন্টাল কলেজ স্থাপন রাজ্যবাসীর বহুদিনের প্রত্যাশা ও স্বপ্ন পূরণের একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক। রাজ্যের সরকারি ডেন্টাল কলেজটি প্রতিষ্ঠার অল্প সময়ের মধ্যেই শিক্ষা, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। আজ মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে আগরতলা সরকারি ডেন্টাল কলেজের তৃতীয় প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। উল্লেখ্য, একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী পুরোনো আই.জি.এম. হাসপাতাল ভবনের ভূমিকম্প প্রতিরোধকমূলক সংস্কার ও পুনরুদ্ধার কাজের উদ্বোধন করেন এবং পরবর্তী সময় আগরতলা সরকারি ডেন্টাল কলেজ ও আই.জি.এম. হাসপাতালের নতুন ভবনের ভূমিপূজন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, এই সরকারি ডেন্টাল কলেজের যাত্রা শুরু হয় ২০২৩ সালে। বর্তমান রাজ্য সরকারের ইতিবাচক উদ্যোগ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আন্তরিক সহযোগিতায় এই কলেজ সাফল্যের পথে এগিয়ে চলেছে। রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা উন্নত দন্ত চিকিৎসা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে এবং রাজ্যবাসী উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিগত দিনের অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ করে বলেন, বর্তমান সরকার ২০১৮ সালে প্রতিষ্ঠা হয়। এর আগে কোনও সরকার এত অল্প সময়ে এরকম কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। বর্তমান মানুষের চাহিদা, ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন সবকিছু বিচার করে রাজ্যের বর্তমান সরকার অতি অল্প সময়ে ডেন্টাল কলেজ শুরু করেছে। সারা দেশব্যাপী এই ডেন্টাল কলেজ আজ সমাদৃত। ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে কলেজটিতে ৫০ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে বি.ডি.এস. কোর্সে পঠনপাঠন শুরু হয়। বর্তমানে আসন সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৬৩টি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা সরকার রাজ্যের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং সংস্কারমূলক কাজেও সর্বদা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পুরোনো আই.জি.এম. হাসপাতাল ভবনের সংস্কার করা হবে কিন্তু তার ঐতিহাসিক মাহাত্ম্যকে রক্ষা করে। এই সংস্কার কাজ এবং নতুন ভবন নির্মাণ নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোনও একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা দিবস ঐ প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকা সবার কাছে খুবই উল্লেখযোগ্য এবং গর্বের দিন। তবে প্রতিষ্ঠানের গর্বকে ধরে রাখার দায়িত্ব ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা সবার রয়েছে। সবার গঠনমূলক কর্মসূচি এবং চিন্তাধারার মাধ্যমেই কলেজের মর্য্যাদা উচ্চতার শিখর অর্জন করতে পারবে। মুখ্যমন্ত্রী ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, সবার মধ্যেই মেধা রয়েছে, সেই মেধাকে অধ্যাবসায়, পরিচর্যা, পরিশ্রম এবং চেষ্টার মাধ্যমে বিকশিত করতে হবে। তিনি আরও বলেন, চিকিৎসকের কাছে বৈষম্যের কোনও স্থান নেই, চিকিৎসা পরিষেবাকে সবার কাছে নিয়ে যেতে হবে। সেবার মানসিকতা নিয়ে চলা প্রয়োজন। একজন চিকিৎসকের সমাজের প্রতি অনেক দায়িত্ব রয়েছে। বর্তমান রাজ্য সরকারও স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ সুবিধাগুলি সমাজের সকলস্তরের মানুষের কাছে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আইনি ব্যবস্থা সমস্ত ক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মার্গদর্শনে রাজ্য আগামীদিনে নতুন ত্রিপুরা গড়ে উঠার পথে অগ্রসর হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে বলেন, রাজ্য সরকার প্রতিনিয়ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করে চলছে। রাজ্যের মানুষ বিগত দিনের তুলনায় রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতি আস্থাশীল হচ্ছেন। বর্তমানে ত্রিপুরাতে প্রায় ৮২ শতাংশ মানুষ সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করছেন। যা উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতিফলন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডেন্টাল কলেজের অধ্যক্ষা ডা. শালু রাই। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা দেবাশ্রী দেববর্মা, মেডিক্যাল এডুকেশনের অধিকর্তা এইচ. পি. শর্মা, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ দপ্তরের অধিকর্তা ডা. অঞ্জন দাস, রাজ্য স্বাস্থ্য মিশনের মিশন ডাইরেক্টর সাজু বাহিদ এ.। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন ডেন্টাল কলেজের একাডেমিক ইনচার্জ অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডা. পূজা দেবনাথ।অনুষ্ঠানে ডেন্টাল কলেজের বিভিন্ন বর্ষে সাফল্য অর্জনকারী ছাত্রছাত্রীদের হাতে মুখ্যমন্ত্রী স্মারক উপহার এবং শংসাপত্র তুলে দেন। উল্লেখ্য, ভারত সরকারের ডোনার মন্ত্রকের অধীনে পি.এম. ডিভাইন স্কিমে এই আধুনিক ডেন্টাল কলেজ তৈরি করা হবে।এরজন্য মোট ব্যয় হবে ২০২ কোটি টাকা। এই প্রকল্পের আওতায় একটি একাডেমিক ও প্রশাসনিক ব্লক নির্মাণের পাশাপাশি ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট বয়েজ ও গার্লস হোস্টেল গড়ে তোলা হবে। কলেজে ইউ.জি. ও পি.জি. ক্লিনিং, রেডিওলজি ইউনিট, ফার্মেসি, সেমিনার হল, অডিটোরিয়াম সহ আধুনিক শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা থাকবে।

## ধর্মনগরে ডেলিভারি কর্মী প্রসেনজিৎ সরকার মৃত্যু কাণ্ডে গ্রেফতার তিন অভিযুক্ত

**খবরে প্রতিবাদ, ১৮ ডিসেম্বর ।।** ডেলিভারি কর্মী প্রসেনজিৎ সরকার মৃত্যু কাণ্ডে অবশেষে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেল ধর্মনগর পুলিশ। ঘটনার মূল তিন অভিযুক্তকে আসাম রাজ্যের শ্রীভূমি জেলার রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে গভীর রাতে গ্রেপ্তার করা হয়। এই গ্রেপ্তারের ফলে দীর্ঘ কয়েকদিন ধরে চলা তদন্তে গতি এল বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গ্রেপ্তারের পর অভিযুক্তদের প্রথমে চুড়াইবাড়ি থানায় আনা হলেও পরিস্থিতির গুরুত্ব ও ক্রমবর্ধমান জনরোষের কথা মাথায় রেখে তাদের সেখানে না রেখে সরাসরি জেলা দায়রা আদালতে তোলা হয়। নিরাপত্তাজনিত কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ জানায়। আদালত চত্বরে এদিন ব্যাপক ভিড় লক্ষ্য করা যায়। ধর্মনগরের যুবসমাজের একাংশ এবং বিভিন্ন ডেলিভারি সংস্থার কর্মীরা আদালত প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিলেন। যেকোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে আদালত ও সংলগ্ন এলাকায় মোতায়েন করা হয় বিপুল সংখ্যক পুলিশ বাহিনী। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার। এই মামলার শুনানি গ্রহণ করেন সিজিএম দেবলীনা কিলিকদার। গ্রেপ্তার হওয়া অভিযুক্তদের নাম সুস্মিতা ভট্টাচার্য, সঙ্গীতা ভট্টাচার্য এবং সৌরভ ভট্টাচার্য। সূত্রের খবর, জনরোষের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে আদালত অভিযুক্তদের সরাসরি জেলে পাঠানোর নির্দেশ দিতে পারে। উল্লেখ্য, ডেলিভারি সংক্রান্ত একটি বিবাদকে কেন্দ্র করে প্রসেনজিৎ সরকারের সঙ্গে অভিযুক্তদের বচসা ও মারধরের অভিযোগ ওঠে। এর কিছু সময় পরেই তাঁর রহস্যজনক মৃত্যু ঘিরে ধর্মনগর ও আশপাশের এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার পর থেকেই দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তির দাবিতে পথে নামেন সাধারণ মানুষ। এদিকে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের কাছে শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানানো হয়েছে। ধর্মনগরে ন্যায়বিচারের দাবিতে সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনার পুনরাবৃত্তি এড়াতে সবাইকে সংযত থাকার অনুরোধ জানানো হয়। প্রশাসন ও আইনের উপর আস্থা রেখে তদন্ত প্রক্রিয়াকে সহযোগিতা করার আহ্বানও জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিকরা। ডেলিভারি কর্মী প্রসেনজিৎ সরকার মৃত্যু কাণ্ডে তিন মূল অভিযুক্তের গ্রেপ্তার নিঃসন্দেহে তদন্তের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। তবে এই ঘটনার মাধ্যমে সমাজে নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার এবং কর্মরত মানুষের সম্মান নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠে এসেছে। সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ও প্রতিবাদ দেখিয়ে দিয়েছে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হলে বিচার প্রক্রিয়ায় গতি আনা সম্ভব। এখন সকলের দৃষ্টি আদালতের রায়ের দিকে। প্রশাসন ও আইনের উপর আস্থা রেখে শান্তিপূর্ণভাবে ন্যায়বিচারের জন্য অপেক্ষা করাই এই মুহূর্তে সমাজের কাছে সবচেয়ে বড় দায়িত্ব।

## ইয়াবা টেবলেট সমেত আটক এক, স্ত্রীর দাবী প্রতিবেশীর চক্রান্ত

***খবরে প্রতিবাদ, ১৮ ডিসেম্বর ।।*** *ইয়াবা টেবলেট সহ গ্রেফতার স্বামী। প্রতিবেশীর চক্রান্ত বলে অভিযোগ স্ত্রীর। পুলিশ এর দাবড়ানি তে কি বেড়িয়ে আসবে সত্য ? উল্লেখ্য, গোপন খবরের ভিত্তিতে মেলাঘর থানার পুলিশ মেলাঘর লাল মিয়া চৌমুহনী ওয়াটার সাপ্লাই সংলগ্ন শংকর নমঃ বাড়িতে নেশা বিরোধী অভিযানে নেমে ১৭৮৫টি ইয়াবা ট্যাবলেট এবং প্রায় এক কেজির কাছাকাছি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে বৃহস্পতিবার ! তবে বাড়ির মালিকের অভিযোগ, এই নেশা সামগ্রী গুলি তাদের নয়। তাদেরকে ফাঁসানো হয়েছে। শংকর নমঃ স্ত্রীর অভিযোগ, দীর্ঘ বছর উপরে তাদের সাথে প্রতিবেশী বাড়ির দ্বন্দ্ব চলছে। তাই তাদের কে চক্রান্ত করে ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার স্বামী একজন কৃষক। তারা কোন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত নয়। শত্রুতা করে তাদেরকে ফাঁসানো হয়েছে। মেলাঘর থানার পুলিশ প্রথমে শঙ্কর নমর বাড়িতে গিয়ে, ঘরের বারান্দায় একটি অকেজো সুকেজের ভিতর থেকে এই ইয়াবা ট্যাবলেট গুলি উদ্ধার করে। তার পাশাপাশি, প্রায় এক কেজি শুকনো গাজা উদ্ধার করে। শঙ্কর এর স্ত্রী স্বীকার করেছেন যে শঙ্কর গাঁজা পান করে। সে নাকি মনে করে যে গাঁজা খেলে ডায়বেটিস রোগ সেরে যায়। এই নিয়ে এক প্রকার হাসির রোল পরে খানিকের জন্যে। এদিনের অভিযানে ছিলেন মেলাঘর থানার ওসি জয়ন্ত দাস, এস আই অসিত ভট্টাচার্য, ত্বত্বদ্ব অনিমেষ দেবনাথ সহ আরো অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক। শেষ মুহূর্তে মেলাঘর থানার পুলিশ, বাড়ির মালিক শংকর নমো কে না পেয়ে তার স্ত্রীকে থানায় নিয়ে আসে। এ বিষয়ে একটি এনডিপিএস এক্টে মামলা নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।*

## আগরতলায় ৩৪তম বইমেলা ঘিরে প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত !

**খবরে প্রতিবাদ, ১৮ ডিসেম্বর ।।** আগামী ২ জানুয়ারি থেকে আগরতলার হাপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে শুরু হতে চলেছে ৩৪তম আগরতলা বইমেলা। সেই উপলক্ষে বুধবার আগরতলা পুর নিগমের কনফারেন্স হলে স্টিয়ারিং কমিটির একটি বর্ধিত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বইমেলার সামগ্রিক প্রস্তুতি, আয়োজনের অগ্রগতি ও সম্ভাব্য নতুন সংযোজন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, স্টেট কালচারাল ডেভেলপমেন্ট কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সবুজ চক্রবর্তী, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ডিরেক্টর ও আধিকারিকরা, বিভিন্ন সাব-কমিটির কনভেনার এবং একাধিক দপ্তরের প্রতিনিধিরা। বৈঠকে মূলত বইমেলার প্রস্তুতি কতদূর এগিয়েছে, তা নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। পাশাপাশি, দর্শক ও প্রকাশকদের সুবিধার্থে কী কী পরিবর্তন বা নতুন পরিকল্পনা যুক্ত করা যেতে পারে, সেসব বিষয়েও মতবিনিময় হয়। মেলার সময়সূচি নিয়েও আলোচনা হয়। প্রকাশক ও বই বিক্রেতাদের পক্ষ থেকে সময়সূচি সামান্য এগিয়ে আনার প্রস্তাব উঠলেও, আপাতত দুপুর ১টা থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত মেলা চালু রাখার দিকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বৈঠক শেষে মেয়র দীপক মজুমদার সাংবাদিকদের জানান, "আজকের আলোচনায় আমরা সার্বিকভাবে সন্তুষ্ট। প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে বইমেলার সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই কাজ এগোচ্ছে। তবুও যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে পরবর্তী সময়ে আবার সাব-কমিটি বা স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠক ডাকা হবে।" তিনি আরও বলেন, বাইরের রাজ্য থেকে খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানানোর প্রস্তাব এসেছে। যেহেতু বিষয়টি সরকারি স্তরের, তাই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। পাশাপাশি, থিম প্যাভিলিয়ন, মণ্ড পসজ্জা, অফিসারদের নামফলক ও সামগ্রিক নকশাসব ক্ষেত্রেই সমন্বিত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মেয়র জানান, আগরতলা বইমেলা রাজ্যের একটি ঐতিহ্যবাহী ও জনপ্রিয় আয়োজন। প্রতিবছরই এতে নতুনত্ব থাকে। বই কেনাবেচার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কবিসম্মেলন, আলোচনা সভা, কুইজ প্রতিযোগিতা এবং ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বইমেলাকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। এবছর প্রকাশক ও স্টলের আবেদন সংখ্যাও অতীতের সমস্ত রেকর্ড ছাপিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানান সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা। রাজ্যের বাইরে থেকেও বহু সংস্থা অংশগ্রহণে আগ্রহ দেখিয়েছে, যা বইমেলার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিরই ইঙ্গিত। সব মিলিয়ে, আগামী দিনের আগরতলা বইমেলা আরও সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার লক্ষ্যেই এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজকদের আশা, এবারের বইমেলা রাজ্যের সংস্কৃতি ও সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করবে। সব দিক বিবেচনা করে বলা যায়, আসন্ন ৩৪তম আগরতলা বইমেলাকে ঘিরে প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠকে বিভিন্ন দপ্তর ও সাব-কমিটির সক্রিয় অংশগ্রহণ বইমেলার সফল আয়োজনের প্রতি প্রশাসনের আন্তরিকতারই প্রতিফলন। নতুনত্ব, সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা এবং পাঠক-দর্শকদের প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে নেওয়া পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়িত হলে এবারের আগরতলা বইমেলা আরও বেশি আকর্ষণীয় ও স্মরণীয় হয়ে উঠবেএমনটাই প্রত্যাশা আয়োজকদের।

## ঘরে উদ্ধার আট বছরের নাবালিকার রক্তাক্ত মৃতদেহ! গ্রেফতার পিতা

**খবরে প্রতিবাদ, ১৮ ডিসেম্বর ।।** খোয়াই জেলার পশ্চিম সোনাতলা পঞ্চায়েতের মহাদেবটিলা বাজার সংলগ্ন একটি পাড়ায় বুধবার রাতে মর্মান্তিক একটি ঘটনা সামনে এসেছে। নিজের ঘর থেকেই আট বছরের এক নাবালিকা কন্যার রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। মৃত শিশুটির নাম আঁখি দেবনাথ (৮)। অভিযোগ, শিশুটির বাবা আশীষ দেবনাথ (৪০) ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলা কেটে তাকে খুন করেছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বুধবার রাত আনুমানিক ন'টা নাগাদ পেশায় টমটম চালক বিনন্দ দেবনাথ বাড়িতে ফিরে এসে অন্যান্য দিনের মতোই নিজের নাতনি আঁখিকে ডাকতে থাকেন। একাধিকবার ডাকাডাকি করেও কোনো সাড়া না পেয়ে তিনি ঘরের ভিতরে প্রবেশ করেন। তখনই মেঝেতে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন নাতনিকে। তৎক্ষণাৎ প্রতিবেশীদের খবর দেওয়া হয় এবং পুলিশে জানানো হয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, শিশুটির শরীরে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়দের অভিযোগ, আঁখির বাবা আশীষ দেবনাথই এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। ঘটনার পরেই অভিযুক্ত আশীষ বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় বলে জানা যায়। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, আশীষ দেবনাথ গত চার-পাঁচ বছর ধরে মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় রয়েছে। তার উন্মত্ত আচরণের কারণে স্ত্রীও সম্প্রতি আট বছরের মেয়েকে রেখে অন্যত্র চলে যান বলে প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন। ঘটনার সময় ঘরে শিশুটির ঠাকুমিও উপস্থিত ছিলেন, যিনি মানসিকভাবে অসুস্থ বলেও জানা গেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার পর আশীষ দেবনাথ বাড়ির পাশে একটি খড়ের ঘরের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। পুলিশ তাকে দেখতে পেয়ে ধাওয়া করলে সে পালানোর চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত পুলিশ তাকে ধরে থানায় নিয়ে যায়। এই নৃশংস ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে খোয়াই থানার পুলিশ। অভিযুক্তের মানসিক অবস্থার বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে, পাশাপাশি ক্ষোভ ও আতঙ্কও ছড়িয়ে পড়েছে। এই মর্মান্তিক ঘটনা সমাজের সামনে এক গভীর ও বেদনাদায়ক বাস্তবতাকে তুলে ধরেছে। পারিবারিক অস্থিরতা, মানসিক অসুস্থতা এবং সামাজিক অবহেলার ফল কতটা ভয়াবহ হতে পারে, আট বছরের এক নিষ্পাপ শিশুর মৃত্যু তারই জ্বলন্ত উদাহরণ। সময়মতো মানসিক রোগীদের চিকিৎসা ও তদারকি না হলে এমন ট্র্যাজেডি যে কোনো পরিবারে নেমে আসতে পারে। এই ঘটনার নিরপেক্ষ ও কঠোর তদন্তের মাধ্যমে দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির পাশাপাশি ভবিষ্যতে এমন ঘটনা রোধে প্রশাসন ও সমাজকে আরও সচেতন ও মানবিক ভূমিকা নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

## মছড়ায় অভিযান চালিয়ে টিইউএনএফ ক্যাডার গ্রেফতার

**খবরে প্রতিবাদ, ১৮ ডিসেম্বর ।।** বিশ্বাসযোগ্য গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার দুপুর আনুমানিক ১টা ৪৫ মিনিটে উত্তর ত্রিপুরার দামছড়া থানা এলাকার কার্গিলটিলায় এক বিশেষ অভিযান চালায় পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী। দামছড়া থানার অফিসার ও কর্মীরা টিএসআর-এর গোয়েন্দা দলের সহযোগিতায় এই অভিযান পরিচালনা করে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দামছড়া থানা এলাকার কার্গিলটিলায় অবস্থিত আনন্দ রিয়াং-এর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে আসামের হাইলাকান্দি জেলার বাগচিরা এলাকার বাসিন্দা কর্নেজয় রিয়াং ওরফে লাথাকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি প্রয়াত দেবকুমার রিয়াং-এর পুত্র এবং নিষিদ্ধ সশস্ত্র সংগঠন টিইউএনএফ-এর ক্যাডার বলে জানিয়েছে পুলিশ। গ্রেফতার অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভাঙমুন থানার একটি মামলায় ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক পদার্থ আইনের ধারা ৬১(২)(এ), ১৪৮, ৩১০(৪) সহ ধারা ৪ ও ৫ অনুযায়ী অভিযোগ রয়েছে। বর্তমানে কর্নেজয় রিয়াংকে নিরাপত্তার স্বার্থে কাঞ্চনপুর থানায় রাখা হয়েছে এবং আইন অনুযায়ী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে।

## স্বামীর সঙ্গে ভিসা অফিসে গিয়ে নিখোঁজ স্ত্রী, পরকীয়ার অভিযোগ স্বামীর

**খবরে প্রতিবাদ, ১৮ ডিসেম্বর ।।** স্বামীর সঙ্গে ভিসা অফিসে গিয়ে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ উঠেছে এক গৃহবধূর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। নিখোঁজের ঘটনায় হতাশ স্বামী পরপর দুই থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, যাত্রাপুর থানাধীন দক্ষিণ পাহাড়পুর এলাকার বাসিন্দা খুরশেদ আলম একই থানাধীন বাঁশপুকুর এলাকার ফারবিন আক্তারকে বিয়ে করেন। দাম্পত্য জীবনের শুরুতে সবকিছু স্বাভাবিক থাকলেও কিছুদিন আগে থেকেই দাম্পত্য কলহ দেখা দেয়। অভিযোগ রয়েছে, ফারবিন আক্তার তার এক নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে মোবাইল ফোনে কথা বলতেন, যা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একাধিকবার ঝামেলা হয়। তবে সংসার টিকিয়ে রাখার স্বার্থে সবকিছু মেনে নেন খুরশেদ আলম। বুধবার নিজের শারীরিক অসুস্থতার কারণে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে আগরতলা ভিসা অফিসে যান খুরশেদ আলম। অফিসে প্রবেশের সময় স্ত্রী বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন বলে জানান তিনি। কিছুক্ষণ পর অফিস থেকে বেরিয়ে এসে তিনি দেখেন, তার স্ত্রী সেখানে নেই। এরপর আশপাশের এলাকায় খোঁজাখুঁজি করেও কোনো সন্ধান না পেয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করেন। পরদিন বৃহস্পতিবার খুরশেদ আলম যাত্রাপুর থানায় এসে পুনরায় বিষয়টি অবহিত করেন।

থানার সামনে সাংবাদিকদের সঙ্গে একান্ত আলাপে তিনি দাবি করেন, তার স্ত্রীর নিখোঁজের পেছনে পরকীয়ার সম্পর্ক থাকতে পারে। এ ঘটনায় আক্তার হোসেন নামের এক যুবকের সঙ্গে তার স্ত্রীর সম্পর্কের অভিযোগও করেন তিনি।এ ঘটনায় এলাকায় নানা আলোচনা ও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। পরকীয়ার মতো সম্পর্ক শুধু একটি দাম্পত্য জীবনকেই ভেঙে দেয় না, বরং এর প্রভাব পড়ে পরিবার, সন্তান ও সমাজের উপর। এতে পারিবারিক বিশ্বাস নষ্ট হয়, সামাজিক মূল্যবোধ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ব্যক্তি ও পরিবার মানসিক সংকটে পড়ে। দীর্ঘমেয়াদে এমন ঘটনা সমাজে অনাস্থা, পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা ও নৈতিক অবক্ষয় বাড়িয়ে তোলে।

# সম্পাদকীয়

২ বর্ষ, শুক্রবার, ৩ পৌষ, ১৪৩২ বাংলা

## হতগৌরব

তাঁকে দেখবেন সবজির বাজারে, সামান্য কয়েকটি কাঁচা লঙ্কা কৃষকের থেকে ধারে কিনে এনে বিক্রি করছে। তাঁকে দেখবেন ভোরে উঠে জাল কাঁধে চলছেন মাছের সন্ধানে। তাঁকে দেখা যায় অন্যের পোশাকের দোকানে কর্মচারী হিসেবে কাজ করতে। আবার এক বাড়ি থেকে টিউশন সেরে, তাঁকে দেখবেন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছেন অন্য বাড়ির দিকে। কেউ বা দুটি টাকা কমিশনের আশায় বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন, বীমা কোম্পানি কিংবা পেস্ট অফিসের এজেন্ট হয়ে। তাঁরা আছেন। সমাজেই আছেন। তাঁরা মানুষ নন। তাঁরা একটা সংখ্যা। ১০৩২৩। তখন এলসি, ডিসি ধরে, পায়ে পড়ে মিছিলে হেঁটে কিংবা বিধবা মাতাকে বারবার নেতার বাড়িতে পাঠিয়ে ভাতের যোগাড় করেছিলেন। কেউ কেউ নেতার খাই মেটাতে জমিজিরেত বিক্রি করে দিয়েছিলেন। শিক্ষক হয়েছিলেন। দেশে নতুন আইন এল। সব সরকার জানতেন আসছে। কেন্দ্র জানত, রাজ্য জানত। জেনেও তাদের চাকরি দেওয়া হল দেরী করে। এ বিলম্ব ছিল ভোটের তাগিদে। তাগিদ ছিল তৎকালীন আত্মম্ভর বামেদের। বামেদের মুখিয়ার। যে চাকরি 'দেওয়া' হয়, তাতে বঞ্চিত থাকবেনই। তারা কেস করলেন। সে কেসে পেছন থেকে কলকাঠি নাড়ল তৎকালীন বিরোধী দল। সে দলের মুখিয়া। তারা ছিলেন পরিবর্তনের ঠিক আগেও। ততদিনে তাদের চাকরি গিয়েছে। তারা আশা করছিলেন, তারা ভরসা করছিলেন পরিবর্তনকামী শক্তি কিছু একটা করবে। কয়েকদিন চাকরি বাড়ল, কিছু থোক টাকা পেলেন। তারপর ত্যাজ্য হলেন। তারাই এখন হতগৌরব শিক্ষক। ১০৩২৩। সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ বাম আমলে ধনিকের স্ত্রী, ধনিকের ভাই, ধনিকের আত্মীয় কিংবা বশংবদ তারাও বামপন্থী পরিচয়ে চাকরি পেয়ে গিয়েছিলেন। কারণ, চাকরি তো 'দেওয়া' হয়েছিল। সেইসব নিশ্চিন্ত অংশ বামেদের তালে পড়ে বেশ আন্দোলন করল। বর্তমান সরকারের অবশিষ্ট সহমর্মিতায় সজোর আঘাত হেনে সকল ১০৩২৩কে বামপন্থী কাদায় লেপ্টে দিল। তাঁরা হারালেন। এখন এদিকে ওদিকে তাঁদের দেখবেন। তাঁরা বামেরও না ডানেরও না। কোনো কোনো ১০৩২৩ মরে গেলেন, কারও মস্তিষ্কবিকার দেখা দিল। কারও স্ত্রী কিংবা স্বামী ছেড়ে গিয়েছে। সেইসব হতগৌরব মানুষ কার শিকার? আজ শিক্ষক দিবস, আজ সেইসব শিকারীদের প্রতি কি তাদের অভিশাপ বর্ষিত হবে?

## পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ টি এম সি : ২৩৭০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : রামঠাকুর সংঘ : ৬০০৯২২৪৪০৫, ৯৭৭৪১১৩২৬৯, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১৬ ৮২৮১, রামকৃষ্ণ ক্লাব: ৮৭৯৪১ ৬৮ ২৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) ৯৭৭৪১১৬ ৬২৪, চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি: ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আই জি এম : ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৭৭৪৩১৭৫৩৮, তরুন সংঘ : ৮৮৩৭৩০৩৫৪৬, ৯৭৭৪১৬৪০১৯, ৮৭৯৪৫৩৪৭৫৮। শববাহী যান : ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন- ৮২৫৬৯৯৭১৯৫, ইন্টিগ্রেটেড ইয়থস অব ত্রিপুরা : ৯৪৩৬৯৩১৬০৮, সেন্ট্রালরোড যুব সংস্থা - ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, সমাজ কল্যাণ সংঘ - ৯৭৭৪৬৭০২৪২, ব্লু লোটাস ক্লাব-৯৪৩৬৫ ৬৮২৫৬ ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিণ্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স এসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/৯৪৩৬৫৯১৮৯১, নব অঙ্গীকার : ৯৮৫৬৩৪৫৪৭৫, ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/ ২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/ ২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩৮-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৮৫, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : ১৯১২, বিমানবন্দর এয়ার ইণ্ডিয়া : ৯৪৩৬১২৪৪৯২, এয়ার ইণ্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইণ্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫।

## চেনা ডিম ভিনস্বাদে

ডিমের ঝোল, কারি-কষা খেয়ে বোর হয়ে গিয়েছেন। এবার একঘেয়ে রেসিপি ছেড়ে পাতে আনুন ট্যুইস্ট! আদতে লেবানিজ খাবার 'শাকসুকা' দেশের গণ্ডি পেরিয়ে প্রতিবেশী দেশের নাগরিকদের মন জয় করে নিয়েছে। ডিম টমাটোর যুগলবন্দী এই ইজরায়েলি খানা ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ ডিনার সবের জন্যেই দারুণ।
উপকরণ



টমাটো- ৬/ ৭ টা, রসুন কুচি- ৩ চামচ, পিঁয়াজ কুচি- আধ কাপ,
লাল ক্যাপসিকাম- আধখানা, পিঁয়াজ ও রসুন পাতা কুচি- ২ চামচ, পার্সলে বা ধনে পাতা কুচি- ১ চামচ, নুন, কাঁচা লঙ্কা- স্বাদ অনুযায়ী, চিজ কোরানো- ২ চামচ, মাখন- ১/২ চামচ, চিনি- সামান্য, গোলমরিচ গুড়ো- ১ চামচ, ডিম- ৪ টে

প্রণালী

প্যানে সামান্য মাখন দিয়ে গরম করে তার মধ্যে রসুন ও পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভাল করে নেড়ে নিন। ট্র্যান্সপারেন্ট হয়ে গেলে কুচনো টম্যাটো দিয়ে নুন মিশিয়ে আঁচ কমিয়ে চাপা দিয়ে রাখুন। মিনিট পাঁচেক পরে লাল ক্যাপসিকামের টুকরো দিন। না থাকলে সবুজ ক্যাপসিকাম বা বিনসের কুচিও দিতে পারেন। কাঁচা লঙ্কা কুচি ও সামান্য মরিচ দিয়ে নেড়ে নিন। ঘন হয়ে এলে চিনি দিয়ে নেড়ে নিন, অল্প কোরানো চিজ যোগ করুন। এবারে ডিম আস্তে করে মাঝখান থেকে ফাটিয়ে পোচের মত টম্যাটো গ্রেভির ওপরে ছেড়ে দিন। সাবধানে দেবেন, যেন কুসুম ঘেঁটে না যায়। পোচের মতো পর পর চারটে ডিম টম্যাটো গ্রেভির উপরে দিয়ে আঁচ কমিয়ে চাপা দিয়ে রাখুন। কয়েক মিনিট পর চাপা খুলে কুরিয়ে রাখা চিজ, পার্সলে বা ধনে পাতা কুচি, পেঁয়াজ ও রসুন শাক ছড়িয়ে নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন। অত্যন্ত সুস্বাদু ও পুষ্টিকর এই পদ।

# বিন্দু বিন্দু শুদ্ধ জলে হতে পারে মহাসিন্ধু



স্বপ্ন দেখার অধিকার প্রত্যেক মানুষের জন্মগত। ঘুমিয়ে দেখা স্বপ্ন নয়, মানুষ বেঁচে থাকে সামনে এগিয়ে যাওয়া স্বপ্নের সিঁড়িতে পা ফেলে। সেই স্বপ্ন স্তরভেদে ভিন্ন হতে পারে, তবুও জীবনের প্রতিটি স্তরে স্বপ্নের সঙ্গে দায়বদ্ধতাও তৈরি হয়। শুধু নিজেকে নিয়ে বাঁচতে চাওয়াই জীবন নয়, আমাদের চারপাশ, সমাজ ব্যবস্থা, শিক্ষা-সংস্কৃতি সব মিলিয়ে আমাদের দেশকে আমরা কিভাবে দেখতে চাই সেটাই স্বপ্ন।

দেশের সার্বিক ব্যবস্থাপনার সুস্থ পরিবেশ যেমন আশা করি, সেই পরিবেশ সংরক্ষণে আমাদের ভূমিকা কতখানি সেটাও চিন্তার অংশ হওয়া উচিত। প্রশ্ন হতে পারে রাষ্ট্র কতখানি সহায়ক হচ্ছে জনগণের স্বপ্ন পূরণে? প্রতিটি নাগরিকের সুস্থ জীবনযাপন এবং অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা সরকারের দায়িত্ব। জনগণের স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ কী রাষ্ট্র তৈরি করছে না?

রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালন যদি কখনো জনগণের কল্যাণের পরিপন্থি হিসেবে পরিলক্ষিত হয় তখন দেশের মানুষের ঐক্যবদ্ধ সচেতনতা, সুশিক্ষা সহজেই তা প্রতিহত করতে পারে। যার প্রমাণ মিলেছে বারবার। সর্বোপরি দেশের প্রতি আমাদের দায়িত্ববোধই প্রমাণ করবে দেশ কেমন হবে। নাগরিক হিসেবে আমাদের দায়বদ্ধতা, জবাবদিহিতা, সততা ও আত্মসচেতনতার সমষ্টিই সুস্থ, সমৃদ্ধ দেশ তৈরির প্রধান সহায়ক। নয়তো 'ভেড়ার রাজ্যে বাছুর পরামানিক'-এর মতো অবস্থা তৈরি হবে বারবার।

দেশকে ভালোবাসা নিজস্ব জন্মবোধ। রাষ্ট্রীয় কাঠামো সৎ হলে জনগণ যেমন সৎ হতে বাধ্য তেমনি উল্টোটাও হতে পারে। জনগণ সচেতন, সৎ হলে রাষ্ট্রও বাধ্য হয় সততা পালনে। আজকের যুবসমাজ, ছাত্রসমাজ জেগে উঠেছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে। বন্যার্তদের সাহায্যার্থে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আমরা তাদের সাধুবাদ জানাই।

আন্তরিক শুভকামনা জানাই। তারা অনেক ভালো কাজ করছে এ কথা যেমন ঠিক, তেমনি তাদের কেউ কেউ খানিকটা বিভ্রান্ত, অনেক সময় দিকনির্দেশনাহীন উচ্ছৃঙ্খল আচরণে লিপ্ত হচ্ছে এ কথাও ভেবে দেখার বিষয়। তারা বয়সে তরুণ, অনভিজ্ঞ। তাদের অনেকের বিচার-বিবেচনাবোধ আবেগে পরিচালিত হবে সেটাই স্বাভাবিক। বিশেষ করে শিক্ষকদের ওপর অমানবিক আচরণগুলো অত্যন্ত বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য, যা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। সঠিক দিকনির্দেশনায় তাদের পড়ার টেবিলে ফিরিয়ে আনাও আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।দেশকে আমরা মাতৃজ্ঞানে সম্মান করি। মা যেমন আমাদের লালনপালন করেন, দেশের ভূমিকাও তেমনি আমাদের জন্য অপরিহার্য। মায়ের পরিচর্যা করা কর্তব্য হলে দেশের পরিচর্যা করাও আমাদের অবশ্যকরণীয় যার যার সাধ্য এবং কর্ম অনুযায়ী। সেইজন্য যে সবসময় জান বাজি রেখে লড়াই করতে হবে তেমন নয়। শুধু নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করলেই তা এক সময় বিন্দু বিন্দু শুদ্ধ জলে মহাসিন্ধু হতে পারে।

একটি পরিবারের সবাই সৎ, সুশিক্ষায় পরিচালিত হলে পরিবারটি সমাজের আদর্শ হয়ে ওঠে। মা সন্তানকে সঠিক পরিচর্যায় মানুষ করবে, মানবিক বোধকে তার সত্তার অংশ হিসেবে বুঝতে শেখাবে। বাবা তার জীবনের সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছাতে দিকনির্দেশনা, মনোবল জোগাবে, তবেই তো একটি শিশু উপযুক্ত নাগরিক এবং দেশের সম্পদ হিসেবে গড়ে উঠবে।

তেমনি প্রত্যেকটি আদর্শ পরিবারের সমষ্টিতে একটি গ্রাম, জনপদ থেকে একটি সুশিক্ষিত জাতি গঠিত হতে পারে, যা একটি দেশকে শিক্ষিত জাতি হিসেবে গর্বিত করতে পারে। সেক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলো বাবা-মাকে সচেতন, সু-বোধসম্পন্ন হওয়া, যা মানব উন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন একটি দেশের অর্থনৈতিক বা অভ্যন্তরীণ উন্নয়নের চেহারা দৃশ্যমান করে। বহুতল ভবন, দ্বিতল সড়ক, আধুনিক রেললাইন, নয়নাভিরাম সেতু যা দেখে বিশ্বের উন্নত দেশের সঙ্গে নিজের দেশকে মিলিয়ে হয়তো গর্বে বুক ভরে ওঠে।

কিন্তু মানব উন্নয়ন! মানুষের চরিত্র উন্নয়ন! রুচিবোধ, সততা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, দেশপ্রেম, ধর্মীয় মূল্যবোধ, মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাবোধ এসব যেন তলানিতে এসে ঠেকেছে। মানুষের চরিত্রগত উন্নয়ন অবকাঠামোগত উন্নয়নের চেয়ে অনেক বেশি জরুরি। একজন মানুষ তার পরিবারকে সৎ শিক্ষা তখনই দিতে পারে যখন তার উপার্জন সৎপথে থাকবে। তার আদর্শ হবে সততা।

অথচ চারদিকে শুধু দুর্নীতির স্বর্গরাজ্যে হল্লা রাজার গল্প-কাহিনী। বড় বড় বুলি আর দৃশ্যমান উন্নয়নের নিচে চাপা পড়ে গেছে ব্যক্তিত্বের সততা, মানবিক উন্নয়ন, যা এতটা দৃশ্যমান না হলেও আমাদের সমৃদ্ধ করতে পারত।

দুর্নীতির টাকার হিসাব করতে করতে এখন তারা শিখে গেছে হাজার হাজার কোটি টাকা দুর্নীতি হয় বা লোপাট করে ব্যাংক খালি করে ফেলা যায়। অর্থাৎ হাজার কোটি টাকা মামুলি বিষয়, শুধু সুযোগের অপেক্ষা মাত্র। শিক্ষিত মানুষ যেমন শিক্ষাকে উৎসাহিত করতে পারেন, তেমনি এই বিশাল অংকের দুর্নীতিও ছোট ছোট দুর্নীতিকে উৎসাহিত করে। তাই হয়তো এখন আর সাদা চোখে কাউকে দেখতে ভুলে গেছে মানুষ। সুযোগ পেলে সততার জায়গা ধরে রাখতে আমরা কতটা সক্ষম তার প্রমাণ দেখতে হচ্ছে বারবার।আর একটি জায়গার দৃষ্টি আকর্ষণ করি। বড় ছোট প্রায় সব শহরাঞ্চলের বস্তি এলাকায় যেসব শিশুরা বড় হয়, কারও হয়তো বাবা নেই, কারও মা চলে গেছে অন্য কোথাও, অভিভাবক নেই, শিক্ষা নেই, দিকনির্দেশনা নেই, ে হ-মমতা, ভালোবাসার বালাই নেই। যে যেভাবে পারছে বেড়ে উঠছে। কিন্তু তারা তো আর চিরকালই ছোট থাকে না। পাড়ার মোড়ে মাস্তানি করতে বা কোনো মাস্তানের শিষ্য হয়ে তারা বড় হয়। তাদের সংসারেও সন্তান জন্ম হয়, যাদের অধিকাংশই তাদের মতোই হয়।

ধারাবাহিক জীবনযাত্রার মান সেই থোড় বড়ি খাঁড়া, খাঁড়া বড়ি থোড়। তারা যখন বড় হয়ে ওঠে তখন তাদের থেকে ন্যায়-নীতিবোধ খুব কমই আশা করা যায়। তাদের দিয়ে কখনো একশ্রেণির মানুষ বিভিন্ন নেশাদ্রব্যসহ নানা ধরনের চোরাকারবার করায়, কখনো রাজনৈতিক নেতাদের দখলদার ভাড়াটে গু-া বাহিনীর দায়িত্ব পালন করায়। মাঠ দখলের লড়াইয়েও জীবন খোয়াতে হয় তাদের অনেককে। মাঠ-ময়দান গরম করা হয় তাদের দিয়েই। তখন তারা মার খায়, ধরাও পড়ে। আর উপরে বসে প্রভুত্ব করে অদৃশ্য ক্ষমতাবানরা। টাকা ছড়িয়ে তাদের করা হয় বলির পাঁঠা। ক্ষমতা প্রদর্শনের অংশীদারিত্বে তারাও ক্ষণিক সুখে বিভোর থাকে।

সেইসঙ্গে আমাদের আকাশ উন্মুক্ত। নেট দুনিয়ায় গলির মোড়ের মেয়েটিও দেখে নীতা আম্বানির সাজপোশাক। মা বাসাবাড়িতে উদয়-অস্ত পরিশ্রম করলেও ছেলে চায় অত্যাধুনিক মোটরসাইকেল। চাহিদার ঘোড়া এখন লাগামছাড়া। যেনতেন প্রকারে টাকা উপার্জনই বড় কথা। বৈধ-অবৈধ বিবেচনার সময় কোথায়!

বিশ্বের যা কিছু অর্জন তা শুধু মানুষের নিমিত্তে, মানুষ ভালো থাকবে বলে। মানুষই কারিগর মানুষ তৈরি করার। মনুষ্যত্ব, বিবেক, সততা, আত্মমর্যাদা সবমিলিয়েই পরিপূর্ণ মানুষ। না হলে অন্য প্রাণীর থেকে মানুষ আলাদা কেন! মানুষ তার শিক্ষা, বিচার-বুদ্ধি দিয়ে সংসার, সমাজ, রাষ্ট্র পরিচালনা করবে, মানুষের কল্যাণ করবে এমনটাই তো হওয়ার কথা।অথচ আদিম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের যে জীবনযাত্রা সেদিকে তাকিয়ে কিছু প্রশ্ন থেকেই যায়। কেন এত দ্বন্দ্ব মানুষের সঙ্গে মানুষের! তবুও মানুষ স্বপ্ন দেখে নিজের চারপাশে সবকিছু সাজিয়ে তুলতে। বারবার স্বপ্নভঙ্গের পরও স্বপ্ন দেখে বিশ্ব ব্রহ্মা-ের একমাত্র গ্রহ তার পৃথিবী শান্তিময় হয়ে উঠুক।

# ভারতবর্ষের অস্পৃশ্যতা প্রথার বিরুদ্ধে যুদ্ধ

ভীমরাও রামজি আম্বেদকর যিনি বাবাসাহেব আম্বেদকর নামেও পরিচিত, তিনি ছিলেন একজন ভারতীয় ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ (জ্যুরিস্ট), রাজনৈতিক নেতা, বৌদ্ধ আন্দোলনকারী, দার্শনিক, চিন্তাবিদ, নৃতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক, সুবক্তা, বিশিষ্ট লেখক, অর্থনীতিবিদ, পণ্ডিত, সম্পাদক, রাষ্ট্রবিপ্লবী ও বৌদ্ধ পুনর্জাগরণবাদী। তিনি বাবাসাহেব নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি ভারতের সংবিধানেরগুঃ১ঃ খসড়া কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতিও ছিলেন। তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী এবং ভারতের দলিত আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। ইনি ভারতের সংবিধানের মুখ্য রচয়িতা। ২০১২ সালে হিস্ট্রি টি. ভি.১৮ আয়োজিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে ভারতীয়দের ভোটের দ্বারা তিনি 'শ্রেষ্ঠ ভারতীয়'ও নির্বাচিত হন।ভীমরাও রামজি আম্বেদকর ভারতের গরিব "মহর"পরিবারে (তখন অস্পৃশ্য জাতি হিসেবে গণ্য হত) জন্ম গ্রহণ করেন। আম্বেদকর সারাজীবন সামাজিক বৈষম্যের , "চতুর্বর্ণ পদ্ধতি"-হিন্দু সমাজের চারটি বর্ণ এবং ভারতবর্ষের অস্পৃশ্যতা প্রথার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গেছেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্মে ধর্মান্তরিত হন এবং হাজারো অস্পৃশ্যদের থেরবাদী বৌদ্ধ ধর্মে স্ফুলিঙ্গের মতো রূপান্তরিত করে খ্যাত হয়েছিলেন। আম্বেদকরকে ১৯৯০ সালে মরণোত্তর "ভারতরত্ন" - ভারতের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় উপাধি"তে ভূষিত করা হয়। বহু সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাধাবিপত্তি পেরিয়ে, ভারতে কলেজ শিক্ষা অর্জনে আম্বেদকর প্রথম "দলিত ব্যক্তি" হিসেবে স্বীকৃতি পান। অবশেষে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং লন্ডন অর্থনীতি বিশ্ববিদ্যালয় (লন্ডন স্কুল অব ইকনোমিক্স) থেকে আইনে ডিগ্রি (বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধি) লাভ করার পর, আম্বেদকর বিদ্বান ব্যক্তি হিসেবে সুনাম অর্জন করেন এবং কিছু বছর তিনি আইন চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। পরে তিনি ভারতের অস্পৃশ্যদের সামাজিক অধিকার ও সামাজিক স্বাধীনতার উপর ওকালতির সময় সমসাময়িক সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন। কিছু ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা তিনি "বোধিসত্ত্ব" (বুদ্ধত্ব লাভে যিনি পারমী পূরণ করছেন) উপাধিতে সম্মানিত হয়েছিলেন, যদিও তিনি নিজেকে "বোধিসত্ত্ব" হিসেবে কখনো দাবি করেননি।আম্বেদকর ছিলেন স্বপ্নদর্শী ও কল্পনা প্রবণ। শ্রেষ্ঠতর প্রশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ওকালতি পেশায় তিনি কম সময় দেন। তিনি বিহার এবং মধ্যপ্রদেশ কে ভাগ করার প্রস্তাব দেন, যার প্রতিফলন ঘটেছে এইভাবে ২০০০ সালে বিহার ভেঙে ঝাড়খন্ড ও মধ্যপ্রদেশ ভেঙে ছত্তিশগড় গঠন করাহয়। তিনি ভারতবর্ষের জল ও বিদ্যুতনীতির প্রবর্তক। কেন্দ্র ও রাজ্য স্তরের সেচ প্রকল্প গুলির উন্নতির জন্য তিলি কেন্দ্রীয় জল কমিশন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কেন্দ্রীয় প্রযুক্তিগত বল পরিষদ এবং কেন্দ্রীয় বিদ্যুত কর্তৃপক্ষের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি একটি শক্তিশালী পদ্ধতির উপর জোর দিয়েছিলেন, ( যেটা ভারতবর্ষ আজও বিশ্বাস করে)।বোম্বে হাইকোর্টে চর্চারত অবস্থায় আম্বেদকর অস্পৃশ্যদের শিক্ষিত করে তুলতে অবিবেচকের মত দৌড়েছিলেন। এই লক্ষ্যগুলো অর্জনে তার প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক চেষ্টা ছিলো "বহিষ্কৃতহিতকারিণী সভা"। এই প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং গৃহহীন ও অন্ত্যজ জাতির উন্নতির জন্য কাজ করে। ১৯২৭ সালে আম্বেদকর অস্পৃশ্যতা"র বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি গণ আন্দোলন শুরু করেন এবং সুপেয় পানির উৎস দানে সংগ্রাম চালিয়ে যান (উল্লেখ্য সে সময় হিন্দু সম্প্রদায়ের মন্দিরে নিম্নবর্ণের প্রবেশের অধিকার ছিলো না)। মহদে সত্যগ্রহ নামের অস্পৃশ্যদের (অন্ত্যজ জাতির) জন্য সংগ্রাম করে সুপেয় পানি পানের অধিকার আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। তাকে ১৯২৫ সালে বোম্বে প্রেসিডেন্সি কমিটিতে নিয়োগ করা হয়েছিলো যাতে করে তিনি সকল ইউরোপীয় সীমন কমিশনের সাথে কাজ করতে পারেন। সমগ্র ভারতজুড়ে স্ফুলিঙ্গের আকারে ব্যাপক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে এবং যখন এই তালিকাটি অধিকাংশ ভারতীয় কর্তৃক উপেক্ষিত হয় , আম্বেদকর নিজে ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার জন্য একটি পৃথক সুপারিশনামা প্রণয়ন করেন।

আম্বেদকরের প্রসিদ্ধি এবং অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সমর্থনের কারণে, তাকে ১৯৩২ সালে লন্ডনে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যদের জন্য গঠিত পৃথক নির্বাচকমণ্ডলির প্রচণ্ডভাবে বিরোধিতা করেন, যদিও তিনি অন্য সকল সংখ্যা লঘুদের যেমন মুসলমানদের ও শিখদের পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী বিনা দ্বিধায় মেনে নেন এই বলে যে, তিনি অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের



গঠনকৃত নির্বাচকমন্ডলী হিন্দু সমাজকে ভবিষ্যতে বিভক্ত করবে এবং উচ্চশ্রেণীর ক্ষমতা কমিয়ে দিতে পারে। ১৯৩২ সালে যখন ব্রিটিশরা আম্বেদকরের সাথে একমত হন এবং পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর ঘোষণা করেন, তখন মহাত্মা গান্ধী পুনের এরোদা কেন্দ্রীয় কারাগারে উপবাস শুরু করেন।মহাত্মা গান্ধীর এই উপবাস ভারতজুড়ে জনগণের মাঝে প্রবল বিক্ষোভের উদ্দীপনা জোগায় এবং ধর্মীয় কট্টরপন্থী নেতারা, কংগ্রেস নেতাকর্মীদের মধ্যে মদন মোহন মালব্য ও পালঙ্কর বালো ও তার সমর্থকরা আম্বেদকরের সঙ্গে এরাভাদে যৌথ বৈঠক করেন। গান্ধীবাদীদের প্রবল চাপের মুখে এবং সাম্প্রদায়িক প্রতিশোধ ও অস্পৃশ্য সম্প্রদায়কে নির্মূলীকরণের আশঙ্কায় আম্বেদকর পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী বাতিল করতে সম্মত হন। এই চুক্তির পরে গান্ধী উপবাস পরিত্যাগ করেন, ইতিহাসে এটি পুনে চুক্তি নামে পরিচিত। চুক্তির ফলশ্রুতিতে, আম্বেদকর পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের দাবি ছেড়ে দেন যা আম্বেদকর গান্ধীর সাথে বৈঠকের আগে ব্রিটিশদের কাছ থেকে এই করে প্রতিশ্রুতি পান যে, একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন অস্পৃশ্যদের জন্য সংরক্ষিত হয়।আম্বেদকর ১৯৩৫ সালে মুম্বাইয়ের সরকারি আইন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ পান। উক্ত পদে তিনি দু"বছর অধিষ্ঠিত ছিলেন। মুম্বাইয়ে বসবাসের বাসনায় তিনি একটি বাড়ি নির্মাণ করেন এবং সেখানে তিনি ৫০,০০০ হাজারেরও বেশি বই সমৃদ্ধ একটি ব্যক্তিগত পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন।. তার প্রথম স্ত্রী রামাবাই দীর্ঘ অসুস্থতার পরে একই বছর মৃত্যুবরণ করেন। অসুস্থ অবস্থায় তার স্ত্রী রামাবাইয়ের পান্দরপুর তীর্থে যাওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন, কিন্তু আম্বেদকর তাকে যেতে দিতে অস্বীকৃতি জানান এই বলে যে, তিনি তাকে বরং একটি নতুন পান্দরপুর বানিয়ে দিবেন হিন্দু পান্দরপুরের পরিবর্তে - যেটা কিনা তাদের অস্পৃশ্য বলে গণ্য করে। ১৩ই অক্টোবর নাসিকের কাছে ঈওলার বৈঠকে বক্তব্যে আম্বেদকর তার ভিন্ন ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার অভিপ্রায় ঘোষণা করেন এবং তার অনুগতদেরও হিন্দু ধর্ম ত্যাগে প্রণোদিত করেন। সমগ্র ভারতের অনেকগুলো জনসভায় তিনি তার আহবান পুনর্ব্যক্ত করেন। ১৯৩৬ সালে আম্বেদকর স্বনির্ভর শ্রমিক দল (ইন্ডিপেন্ডেন্ট ল্যাবর পার্টি) প্রতিষ্ঠা করেন, যেটি ১৯৩৭ সালের কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়ন পরিষদ বা বিধানসভার নির্বাচনে ১৫টি আসন লাভ করে। নিউইওর্কে লিখিত গবেষণালব্ধ উপাত্তের ভিত্তিতে একই বছর তিনি তার বই দ্য এন্নিহিলেশন অব কাস্ট প্রকাশ করেন। আম্বেদকর প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা সমিতিরএবং রাজপ্রতিনিধির নির্বাহী সভায় শ্রমমন্ত্রী হিসেবে কাজ করেন। কংগ্রেস ও গান্ধীর অস্পৃশ্যদের প্রতি আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে আম্বেদকর তীব্রভাবে গান্ধী ও কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন। "কারা শূদ্র ছিল?"তে বর্ণনা করতে চেষ্টা করেন শূদ্র বর্ণ কীভাবে গঠিত হয় অর্থাৎ হিন্দু বর্ণপ্রথার নিম্নবর্ণ সৃষ্টির ইতিহাসের উপর আলোকপাত করেন। তিনি এও উল্লেখ করেন, শূদ্র কীভাবে অস্পৃশ্য হতে আলাদা। তিনি রাজনৈতিক দল সারা ভারতের 'সিডিউল কাস্টেস ফেডারেশনে' রূপান্তরিত করেন , যদিও তা ১৯৪৬-এ ভারতের সংবিধান পরিষদের নির্বাচনে ভালো করেনি। ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার দিন, নব্য গঠিত কংগ্রেসশাসিত সরকার আম্বেদকরকে জাতির প্রথম আইন মন্ত্রী পদ অর্পণ করেন, যা তিনি সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন। ২৯ই আগস্ট, আম্বেদকরকে সংবিধান খসড়া সমিতির সভাপতি করা হয়, যা স্বাধীন ভারতের নতুন সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে বিধানসভা কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়। আম্বেদকর তার সহকর্মী ও সমসাময়িক পর্যবেক্ষকদের কাছ থেকে প্রচুর প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন। এই কাজে আম্বেদকর প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মে সঙ্ঘের-চর্চা নিয়ে বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থে অধিক পড়াশোনাই অনেক সহায়ক হিসেবে কাজ করেছিলো। ব্যালটের দ্বারা ভোট প্রদান, তর্ক-বিতর্কের ও অগ্রবর্তী নীতিমালা, করণীয় বিষয়সূচী, সভা-সমিতি ও ব্যবসায় সংক্রান্ত প্রস্তাবনা সমূহের ব্যবহার ইত্যাদি সংঘ চর্চা দ্বারা সমন্বয় সাধিত হয়। সংঘ চর্চা প্রাচীন ভারতের কিছু রাষ্ট্রীয় প্রজাতান্ত্রিক উপজাতিগোষ্ঠী যেমন শাক্যবংশ ও লিচ্ছবিররা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। অতঃপর আম্বেদকর যদিও তার সাংবিধানিক অবয়ব তৈরিতে পশ্চিমা প্রণালীর ব্যবহার করেন, বস্তুত এর অনুপ্রেরণা ছিলো ভারতীয়, বা স্ত- বিক প ে ক্ষ উপজাতীয়।গ্রানভিলে অস্টিন আম্বেদকর কর্তৃক প্রণীত ভারতীয় সংবিধান খসড়াকে বর্ণনা দেন এভাবে "একনিষ্ঠ ও সর্বোত্তম সামাজিক নথি পত্র।"... "অধিকাংশ ভারতের সংবিধানের অধিকাংশ অনুচ্ছেদ স সামাজিক বিপ্লব এবং সামাজিক বিপ্লব পরিপোষণের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। ' আম্বেদকর কর্তৃক প্রণীত ভারতীয় সংবিধানে সর্বাধিক অধিকারসুরক্ষা জনসাধারণের প্রতি প্রদান করা হয়েছে -যেমন ধর্মীয় স্বাধীনতা, অস্পৃশ্যতা বিলোপ এবং সব ধরনের বৈষম্য বিধিবহির্ভূতকরণ। আম্বেদকর নারীদের অধিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের জন্য যুক্তি প্রদর্শন করেন। তিনি এতে বিধানসভার সমর্থন অর্জন করে সিডিউল কাস্টেসভুক্ত নারী সদস্যদের বা সিডিউল উপজাতীয়দের জন্য বেসরকারি খাতে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় কর্মক্ষেত্রে চাকরির নিশ্চয়তা প্রদান করে কোটার ব্যবস্থা করেন। ভারতের আইন প্রণেতারা আশা করেন এর মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক বিভাজন দূর হবে ও ভারতীয় অস্পৃশ্যরা অধিক সুযোগ-সুবিধা পাবে।১৯৪৯ সালের ২৬ই নভেম্বর গণ-পরিষদ কর্তৃক সংবিধানটি গৃহীত হয়। আম্বেদকর ১৯৫১ সালে হিন্দু কোড বিল খসড়াটি সংসদে পড়ে থাকার রাখার কারণে মন্ত্রিপরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন।

## দূষণ সার্টিফিকেট ছাড়া মিলবে না তেল

# বন্ধ পুরনো গাড়ি, দিল্লির বাতাস বিষমুক্ত করতে কড়া সরকার

**নয়াদিল্লি ঃ** ধোঁয়াশা ও দূষণে দমবন্ধ পরিস্থিতি দিল্লির। দিওয়ালির সময় থেকে সেই যে বাতাসে দূষিত কণার মাত্রা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে পরিস্থিতি কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না। দীপাবলির পর থেকে ব্যাহত হয়েছে স্বাভাবিক জনজীবন। এবার, একের পর এক কড়া পদক্ষেপ করতে শুরু করল প্রশাসন। দিল্লি সরকার কঠোর দূষণ বিরোধী পদক্ষেপের অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার থেকে বিএস — ছয় (স্বচ্ছ-ঝজ্জ) ইঞ্জিন নেই এমন গাড়িকে দিল্লিতে প্রবেশ করতে দেবে না। পেট্রোল পাম্পগুলিকে জানানো হয়েছে দূষণ সংক্রান্ত সার্টিফিকেট ছাড়া কোনও গাড়িকে জ্বালানী না দিতে। জানা গিয়েছে, শুধুমাত্র বিএস — ছয় (স্বচ্ছ-ঝজ্জ) ইঞ্জিন রয়েছে এমন গাড়িগুলিকে দিল্লিতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে। এরফলে গুরুগ্রাম, গাজিয়াবাদ, ফরিদাবাদ এবং নয়ডা থেকে আশা প্রায় ১২ লক্ষ্য গাড়ি দিল্লিতে ঢুকতে পারবে না। নয়ডা থেকে ৪ লক্ষেরও বেশি, গুরগাঁও থেকে ২ লক্ষ এবং গাজিয়াবাদ থেকে আসা ৫.৫ লক্ষ গাড়ির দিল্লিতে প্রবেশ নিষিদ্ধ হবে। গাড়িগুলিতে তল্লাশির জন্য ৫৮০ জন পুলিশ মোতায়েন করা হবে। পাশাপাশি, ১২৬টি চেকপয়েন্টে ৩৭টি এনফোর্সমেন্ট ভ্যান মোতায়েন করা হবে। পরিবহন বিভাগ, পুর কর্পোরেশন এবং খাদ্য বিভাগের কর্মীদের পেট্রোল পাম্পগুলিতে দায়িত্ব দেওয়া হবে।
দিল্লির পেট্রোল পাম্পগুলিতে ইতিমধ্যেই স্বয়ংক্রিয় নম্বর প্লেট শনাক্তকরণ ক্যামেরা বসানো হয়েছে। এর ফলে বৈধ পিইউসি সার্টিফিকেটবিহীন গাড়ি শনাক্ত হবে সহজে। মঙ্গলবার দিল্লির পরিবেশমন্ত্রী মনজিন্দর সিং সিরসা এই ঘোষণা করেন। দিল্লিতে গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যানের (ওট্রঞ্ঞ) চতুর্থ পর্যায় কার্যকর থাকাকালীন এই ব্যবস্থা বহাল থাকবে। শীতকালে বাতাসে পিএম ১০ এর ১৯.৭ শতাংশ এবং পিএম ২.৫ এর ২৫.১ শতাংশ দূষণের জন্য এই গাড়িগুলি দায়ী বলে গবেষণায় দেখা গিয়েছে। দিল্লির প্রায় ১০০ হটস্পটে যানবাহনের ভিড় কমানোর চেষ্টা শুরু হয়েছে। এর মাধ্যনে সিগনালে গাড়ির চাপ এবং দূষণ কমবে।নভেম্বর মাস থেকে দিল্লির বায়ু মানের সূচক 'গুরুতর' এবং 'অত্যন্ত খারাপ' এর মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। বুধবার বিকেল ৪টে পর্যন্ত, শহরের ২৪ ঘন্টার গড় ঙ্ক্টজ্জ ছিল ৩৩৪, যা 'অত্যন্ত খারাপ' বিভাগের মধ্যে পরে। যদিও, এই পরিসংখ্যান মঙ্গলবারের তুলনায় ভাল। মঙ্গলবার এই মাত্রা ছিল ৩৫৪।
প্রসঙ্গত, দীপাবলির পর থেকেই বিষাক্ত হয়ে উঠেছে দিল্লির বাতাস। তাই 'ক্লাউড সিডিং'-এর ব্যবস্থা করেছিল দিল্লি সরকার। সম্প্রতি তার ট্রায়ালও হয়। কিন্তু বৃষ্টি হয়েছে না-হওয়ার-মতো। অথচ ইতিমধ্যেই তিনটি ব্যর্থ ট্রায়াল বাবদ প্রায় ১.০৭ কোটি টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু লাভের লাভ কিছু হয়নি। বরং লাফিয়ে বেড়েছে দূষণ। প্রাক্তন আইপিএস অফিসার ও বিজেপি নেত্রী কিরণ বেদি কয়েকদিন আগেই দাবি করেন, রাজধানীর বর্তমান পরিস্থিতি কোভিডের সঙ্গে তুলনীয়! এরপরেই প্রশ্ন উঠছে এই ব্যবস্থা কিভাবে কার্যকর হবে দিল্লি মত শহরে। বাইরে থেকে আসা গাড়ি আটকালেও দিল্লির অন্দরে থাকা গাড়িতে কিভাবে কারজকর হবে এই ব্যবস্থা সেই প্রশ্ন করছেন বিশেষজ্ঞরা। এর পাশাপাশি যমুনার জল শোধন বা পাশের পাঞ্জাব এবং হরিয়ানায় খর পোড়ানো বন্ধের বিষয়ে পদক্ষেপ না নিয়ে গাড়ি আটকানো কতটা যুক্তিযুক্ত তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই। বিশেষত, দিপাবলীর সময় বাজি পোড়ানোয় নিষেধাজ্ঞা নিয়েও প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন অনেকেই।

## এসএসসি মামলায় বাড়ল নিয়োগের সময়সীমা, ৩১ আগস্ট পর্যন্ত চাকরি করতে পারবেন 'যোগ্য'রা

**নয়াদিল্লি ঃ** সুপ্রিম কোর্টে বড় স্বস্তি রাজ্য সরকার ও এসএসসির। নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শিক্ষক নিয়োগের সময়সীমা বাড়াল সুপ্রিম কোর্ট। ৩১ ডিসেম্বর বদলে, ২০২৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর মধ্যে নিয়োগ শেষ করার নির্দেশ আদালতের। অর্থাৎ ৮ মাস সময়সীমা বাড়ল। এরফলে আগামী বছরের ৩১ আগস্ট পর্যন্ত বেতন-সহ চাকরি করতে পারবেন চাকরিহারা 'যোগ্য' শিক্ষকরা। প্রিয় পাঠক, খবরটি সদ্য আমাদের কাছে এসেছে। যেটুকু তথ্য এর মধ্যে পাওয়া গিয়েছে, সেটুকুই আপনাদের জানিয়ে দেওয়া হল। গুরুত্বপূর্ণ এই খবরটি খুঁটিনাটি-সহ কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা সবিস্তারে জানাব। অনুগ্রহ করে একটু পরে আর-একবার এই পেজটি রিফ্রেশ করুন, যাতে পূর্ণাঙ্গ খবর ও খবরটির অন্যান্য খুঁটিনাটি আপনারা জেনে নিতে পারেন। এই সময়টুকু আমরা আপনাদের কাছে চেয়ে নিলাম। পাশাপাশি উল্লেখ থাক, সম্প্রতি নেটমাধ্যমে নানারকম ভুয়ো খবরের ছড়াছড়ি। সে বিষয়ে আমরা যথাসম্ভব সতর্ক থেকেই খবর পরিবেশন করি। যে-কোনো খবরের সত্যাসত্য যাচাই করে তবেই আপনাদের কাছে তা পৌঁছে দেওয়া আমাদের কর্তব্য। আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন, ঠিক ও তথ্যনিষ্ঠ খবর তুলে ধরার ক্ষেত্রে আপনাদের সহায়তা আন্তরিক ভাবে কাম্য।

## ভারতীয় নাগরিকত্ব ত্যাগের হার বেড়েছে ২০২১ সালের পর!

## গত ১৪ বছরের পরিসংখ্যান সংসদে জানাল বিদেশ মন্ত্রক

**নয়াদিল্লি ঃ** গত ১৪ বছরে কত জন ভারতীয় নাগরিকত্ব ত্যাগ করেছেন, তথ্য-পরিসংখ্যান দিয়ে তা জানাল বিদেশ মন্ত্রক। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে প্রশ্নের লিখিত জবাবে এস জয়শঙ্করের মন্ত্রক জানিয়েছে, ২০১১ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ২০ লক্ষেরও বেশি ভারতীয় দেশের নাগরিকত্ব ত্যাগ করেছেন। বিদেশ মন্ত্রকের দেওয়া পরিসংখ্যান বলছে, ২০২২ সাল থেকে নাগরিকত্ব ত্যাগের হার বেড়েছে।
পরিসংখ্যান বলছে, ১৪ বছরে ২০ লক্ষের বেশি মানুষ ভারতের নাগরিকত্ব ত্যাগ করেছেন। ২০২০ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্তই এই সংখ্যাটা ৯ লক্ষেরও বেশি। পরিসংখ্যান এ-ও দেখাচ্ছে যে, ২০১১ থেকে ২০২১ পর্যন্ত প্রতি বছর নাগরিকত্ব ত্যাগের সংখ্যা ১ লক্ষ ২০ হাজার থেকে ১ লক্ষ ৪৫ হাজারের মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে। কিন্তু ২০২২ সাল থেকে সংখ্যাটা ২ লক্ষে পৌঁছোয়।
কী কারণে নাগরিকত্ব ত্যাগের হার বাড়ল, তার সুস্পষ্ট কোনও ব্যাখ্যা দেয়নি বিদেশ মন্ত্রক। তবে জয়শঙ্করের মন্ত্রকের বক্তব্য, ব্যক্তিগত কারণেই অনেকে ভারতের নাগরিকত্ব ত্যাগ করছেন। এই পরিসংখ্যানের সূত্রে ফের আলোচনা শুরু হয়েছে 'ব্রেন ড্রেন' তত্ত্ব নিয়ে। যে তত্ত্ব অনুসারে, ভারতের মেধাবী ছাত্র-যুবরা উন্নত সুযোগসুবিধার জন্য পশ্চিমের দেশগুলিতে চলে যাচ্ছেন। সত্তরের দশকে ভারতের নাগরিকত্ব ত্যাগের ঊর্ধমুখী হার এই তত্ত্বকে আরও জোরদার করেছিল।
ভারত দ্বৈত নাগরিকত্ব (একই সঙ্গে দুই দেশের নাগরিকত্ব) স্বীকার করে না। আমেরিকা, কানাডা কিংবা ব্রিটেনের নাগরিকেরা অন্য দেশের নাগরিকত্ব পেতে পারেন। ভারতীয়দের অনেকেই কর্মসূত্রে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়েছিটিয়ে রয়েছেন। সে দেশের নাগরিক সুযোগসুবিধা পেতে অনেকেই সংশ্লিষ্ট দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। নিয়ম অনুযায়ী, অন্য দেশের নাগরিকত্ব নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের নাগরিকত্ব হারাবেন সেই ব্যক্তি। সমাজমাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে একাধিক বার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন প্রবাসী ভারতীয়দের একাংশ। তাঁদের বক্তব্য, তাঁরা স্বেচ্ছায় নিজেদের ভারতীয়ত্ব ত্যাগ করতে চান না। কিন্তু নিয়মের ফাঁসে তা করতে বাধ্য হন।

## বিরল! মনরেগা থেকে 'গান্ধী' হটানো নিয়ে রাত দেড়টা পর্যন্ত তর্ক লোকসভায়, কী বলছে সরকার?

**নয়াদিল্লি ঃ** মধ্যরাত পর্যন্ত বিতর্ক। ৯৮ সাংসদের ভাষণ। শীতকালীন অধিবেশনে সংসদে এত প্রতিরোধের মধ্যে পড়েনি মোদি সরকার। বস্তুত মনরেগা থেকে মহাত্মা গান্ধীর নাম সরাতে বেশ ভালোমতো কাঠখড় পোড়াতে হচ্ছে শাসক শিবিরকে। এককাট্টা হয়ে কেন্দ্রের প্রস্তাবিত জি রাম জি বিলের বিরোধিতা করছে ইন্ডিয়া ব্লক। কেন্দ্রের প্রস্তাবিত জি রাম জি বিল নিয়ে বুধবার আলোচনা শুরু হয় সংসদে। দেখতে দেখতে নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যায়। পেরিয়ে যায় সংসদ অধিবেশন বন্ধের সময়ও। বিতর্ক থামেনি। শাসক ও বিরোধী মিলিয়ে মোট ৯৮ জন এই বিল নিয়ে নিজেদের বক্তব্য রেখেছেন। বিতর্ক চলে মধ্যরাত পেরিয়ে। রাত ১টা ৩৫ মিনিটে অধিবেশন মূলতুবি ঘোষণা করেন স্পিকার ওম বিড়লা। বৃহস্পতিবার এই বিল নিয়ে বিরোধীদের যাবতীয় প্রশ্নের জবাব দেবেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান।মঙ্গলবার ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের নাম বদলে বিল পেশ করেন শিবরাজ চৌহান। মনরেগা বা এর নাম পরিবর্তন করে বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ) বা ঝঙ্ক-ও টুঞ্চ-ও (সংক্ষেপে জি রাম জি) করার প্রস্তাব দেওয়া হয় ওই বিলে। প্রস্তাবিত বিলে ১০০ দিনের কাজের পরিমাণ ১০০ দিন থেকে বাড়িয়ে ১২৫ দিন করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ৯০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৬০ শতাংশ করা হচ্ছে। এর ফলে রাজ্যগুলির উপর চাপ বাড়ছে। তাছাড়া আগে রাজ্যের চাহিদা অনুযায়ী, এই প্রকল্পে বরাদ্দ করা হত। এবার থেকে কেন্দ্র ঠিক করবে কোন রাজ্যে কত বরাদ্দ করা হবে। ফলে সাধারণ শ্রমিকরা ১০০ দিনের কাজ পাবেনই, তেমন কোনও নিশ্চয়তা থাকছে না।

## এক তৃতীয়াংশ ভোটারই বাদ! এসআইআর খসড়া তালিকায় বড় প্রশ্ন দিলীপ ঘোষের বুথ নিয়ে

**নয়াদিল্লি ঃ** মেদিনীপুর: গত কয়েকদিন আগেই খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। প্রকাশিত খসড়া তালিকায় মোট ৫৮ লক্ষ ২০ হাজার ৮৯৮ জনের নাম বাদ পড়েছে। একাধিক হেভিওয়েট নেতাদের বুথেও বহু ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। যার মধ্যে রয়েছে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের বুথও। তথ্য বলছে, সবথেকে বেশি নাম বাদ পড়েছে তাঁর বুথে।কলকাতা থেকে নাম কাটিয়ে অনেক আগেই খড়গপুর শহরের ভোটার হয়েছেন দিলীপ ঘোষ। নাম তুলেছেন রেলনগরী খড়গপুর শহরের ২৬৩ নম্বর বুথে। এসআইআরের কবলে পড়ে সেই বুথেই এবার নাম কাটা গিয়েছে ২৩৫ জনের। যার মধ্যে মৃত ভোটার ১৯। স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত ভোটার ১১। নো ম্যাপিং ৭৬। ১৯৬ জন ভোটার অনুপস্থিত ছিলেন। আর এই তথ্য সামনে আসতেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। যদিও রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের কথায়, রেলকলোনী এলাকা বলেই এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। চাকরি সূত্রে অনেকেই এখানে আসেন, আবার অন্যত্র চলে যান। তাই ভোটার কমেছে।প্রাক্তন সাংসদ দিলীপ ঘোষের ওই বুথে আগে ভোটার ছিলেন ৭৭৯। এসআইআর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর ভোটার কমে দাঁড়িয়েছে ৪৭২- এ! অন্যদিকে অপর হেভিওয়েটদের মধ্যে রয়েছে রাজ্যের মানস ভুঁইয়া। তাঁর ১০ নম্বর বুথে মাত্র ২১ জনের নাম বাদ গিয়েছে। জেলার অপর মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো শালবনীর ৩০৮ নম্বর বুথের ভোটার। তাঁর বুথে ভোটার বাদ গিয়েছে মাত্র ১৮। আবার মেদিনীপুরের বিধায়ক তথা মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা তৃনমূলের সভাপতি সুজয় হাজরা শহরের ২১১ বুথের ভোটার। তার বুথে ১৩৫ জন ভোটার বাদ পড়েছেন। যার মধ্যে মৃত ভোটার ৭১ জন। বলে রাখা প্রয়োজন, কমিশনের প্রকাশিত তালিকায় মোট ৫৮ লক্ষ ২০ হাজার ৮৯৮ জনের নাম বাদ পড়েছে। যার মধ্যে নিখোঁজের সংখ্যা ১২ লক্ষ ২০ হাজার ৩৮ জন। অনুপস্থিত ১৯ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭৬ জন, মৃত ২৪ লক্ষ ১৬ হাজার ৮৫২ জন, ডুপ্লিকেট ভোটার ১ লক্ষ ৩৮ হাজার। 'ভূতুড়ে' ভোটারের সংখ্যাও উল্লেখ করা হয়েছে খসড়া তালিকায়। সেই সংখ্যা ১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৩২৮ জন। ইতিমধ্যে শুনানির জন্য নোটিশও পাঠানো শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন।

## ডেডলাইনের মধ্যেই মেসি বিশৃঙ্খলায় শোকজের জবাব রাজীব কুমার-সহ ৩ জনের, সদস্য বাড়ল সিটের



**নয়াদিল্লি ঃ** নির্ধারিত ডেডলাইনের মধ্যেই যুবভারতীতে মেসির অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা নিয়ে শোকজের জবাব দিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, ক্রীড়া দপ্তরের প্রধান সচিব রাজেশ সিনহা এবং বিধাননগর পুলিশ কমিশনার মুকেশ কুমার। বিশৃঙ্খলার ঘটনায় মঙ্গলবারই তিন পদস্থ কর্তা ডিজি রাজীব কুমার, ক্রীড়া দপ্তরের প্রধান সচিব রাজেশ সিনহা এবং বিধাননগর পুলিশ কমিশনার মুকেশ কুমারকে শো-কজের জবাবদিহি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল রাজ্য সরকারের গড়া অনুসন্ধান কমিটি। সেই ডেডলাইন মেনেই জবাব দিয়েছেন তাঁরা। সূত্রের খবর, ক্রীড়া দপ্তরের সচিব জানিয়েছেন, যে পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠান হওয়ার কথা জানানো হয়েছিল, তা হয়নি। আগে একরকম অনুষ্ঠান সূচি জানানো হয়েছিল। উদ্যোক্তারা নিজেদের মতো করে পরিকল্পনা করেছিলেন ঘটনার দিনে। রাজীব কুমার এবং বিধাননগরের সিপি মুকেশ কুমারের লিখিত বয়ান অবশ্য জানা যায়নি। এদিকে যুবভারতী কাণ্ডে তদন্ত আরও জোরদার করতে বাড়ানো হচ্ছে 'সিট'-এর সদস্য সংখ্যা। নবান্ন সূত্রের খবর, আপাতত আরও আট পুলিশ আধিকারিককে এই দলে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী ফের বাড়ানো হতে পারে সদস্যসংখ্যা। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীমকুমার রায়ের নেতৃত্বাধীন অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশ মতো মঙ্গলবারই চার সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট গড়ে রাজ্য। বুধবার সকালেই সিটের সদস্যরা যুবভারতী স্টেডিয়াম পরিদর্শন করেন। ঘটনাস্থলে গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করে ফরেনসিক দলও। এদিকে, ক্রীড়াঙ্গনে হাঙ্গামার ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মোট ৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ। মঙ্গলবার ধৃত রূপক মণ্ডলকে এদিন বিধাননগর মহকুমা আদালত ৬ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয়। পুলিশ সূত্রে খবর, যত সংখ্যক অতিথির মাঠে থাকার কথা ছিল, তার চেয়ে কত বেশি লোক মাঠে ছিলেন, তাঁদের পরিচয় কী, কীভাবে তাঁরা মাঠে প্রবেশ করলেন, তাঁদের কাছে পুলিশের, নাকি আয়োজকদের কার অনুমতি ছিল, এমন একাধিক বিষয়ে সিটের সদস্যরা খোঁজ নিয়েছেন।

## এ বার রাজশাহী এবং খুলনার ভিসাকেন্দ্র পূর্ণ দিবস বন্ধ রাখার কথা জানাল ভারত

**নয়াদিল্লি ঃ** বৃহস্পতিবার সারা দিনের জন্য বন্ধ থাকছে বাংলাদেশের রাজশাহী এবং খুলনার ভারতীয় ভিসাকেন্দ্র। ফাইল চিত্র।বাংলাদেশের দুই শহর রাজশাহী এবং খুলনায় ভারতীয় ভিসা আবেদনকেন্দ্র বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল নয়াদিল্লি। বৃহস্পতিবার সারা দিনের জন্য এই দু'টি ভিসাকেন্দ্র বন্ধ থাকবে। যে সমস্ত ভিসা আবেদনকারী বৃহস্পতিবারের জন্য 'স্লট' বুক করেছিলেন, তাঁদের জন্য নতুন তারিখ এবং সময় নির্ধারণ করা হবে। বর্তমান নিরাপত্তা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছে বাংলাদেশের ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার (আইভ্যাক)।বুধবার হঠাৎই দুপুর ২টো থেকে ঢাকার ভারতীয় ভিসাকেন্দ্র বন্ধ রাখার কথা জানানো হয়েছিল। বৃহস্পতিবার থেকে নির্ধারিত সময়েই ওই ভিসাকেন্দ্র চালু হওয়ার কথা। তার আগেই বাংলাদেশের অন্য দু'টি ভিসাকেন্দ্র পুরো দিনের জন্য বন্ধ করার কথা জানাল ভারত।বুধবারের মতো বৃহস্পতিবারও বর্তমান নিরাপত্তা পরিস্থিতি বলতে কী বোঝানো হয়েছে, তা সবিস্তার জানানো হয়নি। ঘটনাচক্রে, বুধবারই দিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম রিয়াজ হামিদুল্লাকে তলব করেছিল ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। প্রাথমিক ভাবে জানা যায়, বাংলাদেশের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের একাংশের দল জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-র নেতা হাসনাত আবদুল্লার ভারতবিরোধী বক্তৃতার প্রেক্ষিতেই এই তলব। সম্প্রতি হাসনাত তাঁর বক্তৃতায় 'সেভেন সিস্টার্স'-কে (উত্তর-পূর্ব ভারতের সাত রাজ্য) ভারতের মানচিত্র থেকে আলাদা করে দেওয়ার ডাক দেন। শুধু তা-ই নয়, উত্তর-পূর্ব ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আশ্রয় দেওয়ার কথাও বলেন। তার পরেই ঢাকায় ভারতীয় দূতাবাসের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগপ্রকাশ করে ভারত সরকার। ঘটনাচক্রে, বুধবারই বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর অনুগামীদের বাংলাদেশে ফেরানোর দাবিতে ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ দেখায় একদল জনতা।

## 'বিচারকদের প্রবণতা'য় আপত্তি সুপ্রিম কোর্টের

# স্লগ ওভারে ছক্কা হাঁকানোর মতো অবসরের মুখে বেশি করে নির্দেশ!

**নয়াদিল্লি ঃ** অবসরের মুখে বিচারকদের পর পর অনেকগুলি নির্দেশ দেওয়ার প্রবণতায় আপত্তি জানাল সুপ্রিম কোর্ট। দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য্য কান্তের বেঞ্চের মন্তব্য, শেষ ওভারগুলিতে ব্যাটারেরা যে ভাবে ছয় মারেন, এই প্রবণতাও সেই রকমই।
মধ্যপ্রদেশের এক নিম্ন আদালতের বিচারকের আবেদনের শুনানি চলছিল সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে। ওই বিচারক অবসর নেওয়ার ১০ দিন আগে তাঁকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয় মধ্যপ্রদেশ হাই কোর্ট। ওই বিচারকের কিছু নির্দেশ ঘিরে প্রশ্ন ওঠায় একটি ফুল কোর্ট বৈঠকে তাঁকে দায়িত্ব থেকে সরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল হাই কোর্ট। ওই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন বিচারক।
সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে এই বেঞ্চে ছিলেন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি বিপুল এম পঞ্চোলি। তিন বিচারপতির ওই বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, "আবেদনকারী অবসরের ঠিক আগে ছক্কা মারতে শুরু করেছেন। এটি একটি দুর্ভাগ্যজনক প্রবণতা। আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত বলতে চাই না।" প্রধান বিচারপতি কান্তও বলেন, "অবসরের আগে বিচারকদের বেশি করে নির্দেশ দেওয়ার একটি প্রবণতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।"
গত ৩০ নভেম্বর মধ্যপ্রদেশের ওই বিচারকের অবসর নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দু'টি নির্দেশ নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় অবসরের আগেই গত ১৯ নভেম্বর তাঁকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর হয়ে আইনজীবী বিপিন সাঙ্ঘি সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করেন। আইনজীবী জানান, তাঁর (ওই বিচারকের) কর্মক্ষেত্রে খুব ভাল রেকর্ড রয়েছে। কর্মক্ষেত্রের বার্ষিক রিপোর্টেও তিনি ধারাবাহিক ভাবে ভাল রেটিং পেয়েছেন বলে সওয়াল করেন আইনজীবী। হাই কোর্টের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলে আইনজীবীর বক্তব্য, কোনও বিচার বিভাগীয় আধিকারিকের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র তাঁর নির্দেশের জন্য এমন পদক্ষেপ করা যায় না।
আবেদনকারীর আইনজীবীর প্রশ্ন, "যে নির্দেশগুলিকে উচ্চতর আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যায় এবং তা সংশোধন হওয়ার সুযোগ থাকে, এমন নির্দেশের জন্য কী ভাবে একজন আধিকারিককে দায়িত্ব থেকে সরানো যেতে পারে?" এ ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট নীতিগত ভাবে একমত হয়। আদালত জানায়, শুধুমাত্র ভুল নির্দেশের জন্য কোনও বিচারবিভাগীয় আধিকারিকের বিরুদ্ধে এমন পদক্ষেপ করা যায় না। তবে একই সঙ্গে বিচারের ত্রুটি এবং অসদাচরণের মধ্যে যে ফারাক থাকে, তা-ও বুঝিয়ে দেয় সুপ্রিম কোর্ট।
প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে মন্তব্য, এর জন্য দায়িত্ব থেকে সরানো যায় না। কিন্তু নির্দেশগুলি সুস্পষ্ট ভাবে কোনও অসৎ উদ্দেশপ্রণোদিত কি না, তা কী ভাবে বোঝা যাবে সেই নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। সুপ্রিম কোর্ট এ-ও জানায়, বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের অবসরের বয়স ৬০ থেকে বাড়িয়ে ৬১ বছর করার জন্য গত ২০ নভেম্বর মধ্যপ্রদেশ সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ফলে ওই বিচারকের অবসরের সময় পরিবর্তন হয়ে ২০২৬ সালের ৩০ নভেম্বর হচ্ছে। বিতর্কিত নির্দেশগুলি দেওয়ার সময়ে বিচারক যে অবসরের বয়স বাড়ানোর বিষয়ে অবগত ছিলেন না, তা-ও উল্লেখ করেন প্রধান বিচারপতি কান্ত।
তবে এই মামলা সুপ্রিম কোর্ট শুনতে চায়নি। ওই সিদ্ধান্তে আপত্তি থাকলে হাই কোর্টেই আবেদন জানানোর পরামর্শ দিয়েছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। হাই কোর্টকে আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে বিষয়টি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

খবরে প্রতিবাদ

# ত্রিপুরার ভূগর্ভস্থ জল নিরাপদ, সরকার বৃষ্টির জল সংরক্ষণে উদ্যোগী: কৃষিমন্ত্রী



**খবরে প্রতিবাদ, ১৮ ডিসেম্বর ।।** ত্রিপুরার ভূগর্ভস্থ জলস্তর বর্তমানে ভালো অবস্থায় রয়েছে এবং এটি স্থিতিশীল রাখার জন্য বর্তমান রাজ্য সরকার একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে। আগামী দিনে কীভাবে বৃষ্টির জল আরও কার্যকরভাবে সংরক্ষণ করা যায় এবং মানুষকে স্বনির্ভর করা যায়, সে বিষয়ে সরকার কাজ করছে। একথা জানান কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। আজ তিনি প্রজ্ঞাভবনে অনুষ্ঠিত প্রধানমন্ত্রীর কৃষি সেচ যোজনার আওতায় ওয়াটারশেড ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যনির্বাহী কমিটি সভা সভাপতিত্ব করার পরে। মন্ত্রী বলেন যেসব রাজ্য বৃষ্টির জলের ওপর নির্ভরশীল, তাদের আগামী দিনের পরিকল্পনা করা উচিত। তাই এই প্রকল্পটি শুরু করা হয়েছে। আমরা মাটিতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করতে এই উদ্যোগ নিয়েছি। এজন্য আমরা ওয়াটারশেড, চেক ড্যাম, পুকুর, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি নির্মাণ করছি। আমরা ইতিমধ্যেই সফলতার পথে রয়েছি। মার্চ মাসের পর ফেজ ৩.০ শুরু হবে। তিনি আরও জানান, হরিয়ানা, পঞ্জাব ও রাজস্থানের মতো রাজ্যগুলি ব্যক্তিগত ও কৃষিজনের জন্য ভূগর্ভস্থ জলের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু বর্তমানে সেখানে জলসংকট দেখা দিচ্ছে কারণ ভূগর্ভস্থ জলস্তর হ্রাস পাচ্ছে। কৃষি মন্ত্রী আরো জানান ত্রিপুরা নিরাপদ অবস্থায় রয়েছে, কারণ এখানে মাত্র ৯.৭ শতাংশ ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহৃত হচ্ছে, যেখানে আসাম ব্যবহার করে ১৫ শতাংশ এবং পশ্চিমবঙ্গ ব্যবহার করে ৫২ শতাংশ। তবে আমাদের আগামী প্রজন্মের কথা ভাবা দরকার। এজন্যই আমরা প্রধানমন্ত্রীর কৃষি সেচ যোজনার আওতায় এই ওয়াটারশেড ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট শুরু করেছি। এই সভার মাধ্যমে আমরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছি, কিভাবে আগামী দিনে আরও বেশি বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করা যায় এবং মানুষকে স্বনির্ভর করা যায়। আমি কর্মকর্তাদের অনুরোধ করছি, তারা বাকি তহবিল ১৫ জানুয়ারির মধ্যে ব্যবহার করুন, যাতে পরবর্তী প্রকল্পে আমরা আরও বেশি তহবিল নিয়ে রাজ্যের উন্নয়ন করতে পারি। মন্ত্রী আরও জানান, সরকার জাতীয় সড়কের পাশে জলাশয় তৈরি করার পরিকল্পনা করছে। পাশাপাশি সেখানে সড়ক সংযোগ, শিশু পার্ক, খোলা জিম ও বৃক্ষরোপণও করা হবে। সভায় রাজ্যের আটটি জেলার সহ সভাধীপতিরা, দপ্তরের উচপদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

## রামনগরে ৫.৫ এমএল ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপনে ২২ কোটি টাকা মঞ্জুর, ৩০ ডিসেম্বর শিলান্যাস, পরিদর্শনে মেয়র

**খবরে প্রতিবাদ, ১৮ ডিসেম্বর ।।** পুরবাসীকে পরিশোধিত ও নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ নিশ্চিত করতে পুর নিগম জল বোর্ডের সহযোগিতায় একাধিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে এগোচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে শহরের বিভিন্ন এলাকায় ইতিমধ্যেই পানীয় জলের প্লান্ট চালু করা হয়েছে। তবে ২০ নং ওয়ার্ড এবং ৩২ নং ওয়ার্ডের মাস্টারপাড়া এলাকাবিশেষ করে রামনগর ৪ নম্বর থেকে ১০—১১ নম্বর পর্যন্ত পিছনের দিকের বেশ কয়েকটি এলাকায় এখনও পর্যাপ্ত পরিশোধিত পানীয় জল পৌঁছচ্ছে না। এই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে মাস্টারপাড়া এলাকায় সরকারি মোট ১৬ গন্ডা জমিতে একটি ৫.৫ এমএল ক্ষমতাসম্পন্ন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই ২২ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, আগামী ৩০ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে এই প্রকল্পের শিলান্যাস করা হবে।প্রকল্পের প্রস্তুতি ও স্থান নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয় খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিদর্শন করেন পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, জল বোর্ডের সিইও, কুড়ি নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। যদিও স্থানীয়রা কিছুটা বাঁধা দেওয়ার অভিযোগ উঠলেও মেয়র সেটি অস্বীকার করেছেন। তিনি জানান, স্থানীয়দের সঙ্গে আজ আলোচনা হয়েছে। বাধার কোনো বিষয় নেই এখানে। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে রামনগর ও সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দারা স্থায়ীভাবে পরিশোধিত পানীয় জলের সুবিধা পাবেন বলে আশাবাদী মেয়র।

# ককবরক ভাষার জন্য রোমান স্ক্রিপ্টের দাবিতে রাজধানীতে সুবিশাল মশাল মিছিল

**খবরে প্রতিবাদ, ১৮ ডিসেম্বর ।।** ককবরক ভাষায় রোমান স্ক্রিপ্ট প্রবর্তনের দাবিতে বৃহস্পতিবার রাজধানী আগরতলায় এক বিশাল মশাল মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। টিএসএফ ট্রেন্দ্মন্খ ছর্ন্তত্মত্রদ্রর্ন্ন’ চত্রত্মত্রন্খর্দ্রদ্র) ও টিআইএসএফ ট্রেজ্জছচ)-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে বিপুল সংখ্যক তিপ্রাসা ছাত্রছাত্রী ও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। দীর্ঘদিন ধরেই ককবরক ভাষার জন্য রোমান লিপির স্বীকৃতির দাবি জানিয়ে আসছেন তিপ্রাসা জনগোষ্ঠী ও তাদের ছাত্র সংগঠনগুলি। তবে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার এই দাবিকে উপেক্ষা করছে বলে অভিযোগ আন্দোলনকারীদের। সেই প্রেক্ষিতেই এদিন বৃহৎ আকারে মিছিলের মাধ্যমে নিজেদের দাবিকে জোরালোভাবে তুলে ধরেন তারা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৫টা নাগাদ রাজধানীর আস্তাবল ময়দান থেকে মশাল হাতে মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে রাজবাড়ীর সামনে গিয়ে শেষ হয়। গোটা মিছিল জুড়ে “রোমান স্ক্রিপ্ট চাই”, “ককবরক ভাষার অধিকার দাও”সহ একাধিক স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে রাজধানীর রাজপথ। মিছিল শেষে সংগঠনের নেতৃত্বরা জানান, এই আন্দোলন শুধুমাত্র আগরতলায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং গোটা ত্রিপুরা জুড়েই তা ছড়িয়ে পড়েছে। তারা বলেন, আসামসহ বাইরের রাজ্য থেকেও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন এই দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে। শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়ে তারা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট বার্তা দেনছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে যেন কোনো রকম অবহেলা না করা হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়, অতীতে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে এই আন্দোলনকে আরও জোরদার করতে প্রস্তুত। দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে আন্দোলন আরও বৃহত্তর আকার নেবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন নেতৃত্বরা। এই মশাল মিছিলের মাধ্যমে ককবরক ভাষায় রোমান স্ক্রিপ্ট প্রবর্তনের দাবি নতুন করে রাজ্য রাজনীতিতে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

## চোলা মন্ডলম ফাইনান্স দ্বারা প্রতারিত যোগেন্দ্রনগরের এক যুবক

**খবরে প্রতিবাদ, ১৮ ডিসেম্বর ।।** মঠ চৌমুহনী স্থিত চোলা মণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট এন্ড ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেডের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ তুলেছেন এক যুবক। প্রতারিত যুবকের নাম অমৃত দেব বাড়ির যোগেন্দ্রনগর এলাকায়। এদিন গনমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে নিজের সমস্যার কথা জানাতে গিয়ে তিনি বলেন, উনার বাবার নামে ৯ লক্ষাধিক টাকার একটি লোণ ছিল। ৮ মাস আগে উনি প্রয়াত হন। তারপর চোলা ফাইনান্স থেকে উনার বাড়িতে গিয়ে কিস্তির টাকা চেয়ে জানানো হয় অতি শীঘ্রই মৃতের পরিবার উনার ইনস্যুরেন্স এর টাকা পাবেন। এর কিছুদিন বাদে গাড়ি টি মেরামতির জন্যে শোরুমে নিয়ে গেলে সেখান থেকে ফাইনান্স কোম্পানি গাড়ি টি তুলে নিয়ে গিয়ে অন্যত্র বিক্রি করে দেয় বলে অভিযোগ। এদিকে মৃতের পরিবার এখন অব্দি ইনস্যুরেন্স এর টাকা পান নি। অভিযোগ গাড়ির বিনিময়ে চোলা মন্ডলম কে ৭ লাখ টাকা দিয়েছে কোম্পানি। আর এই সমস্ত আর্থিক ঘোটালা জানার পরেই বারবার তাদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হন অমৃত দেব। অতঃপর কোথাও কোনো সহযোগিতা না পেয়ে অবশেষে সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে প্রশাসনের নিকট ন্যায় বিচারের আবেদন জানিয়েছেন অসহায় অমৃত দেব।

# হালহালীতে এবিসি ইটভাট্টার মালিক ও ম্যানেজার গ্রেফতার, মুক্তির দাবিতে অবরোধ

**খবরে প্রতিবাদ, ১৮ ডিসেম্বর ।।** হালহালী অপরেশকর এবিসি ইট ভাটার চিমনি ভেঙে পড়ার মর্মান্তিক ঘটনার পর ভাটার মালিক ও ম্যানেজারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদের মুক্তির দাবিতে অবরোধ স্থানীয়দের। ভাট্টার প্রয়োজনীয় বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারায় তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। উল্লেখ্য, বুধবার কমলপুর মহকুমার হালহালী অপরেশকর এবিসি ইট ভাট্টার চিমনি ভেঙে পড়ে ঘটনাস্থলেই পাঁচজন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় আরও তিনজন শ্রমিককে আগরতলার জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, যেখানে তারা মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন। এই ঘটনার পর ইটভাট্টার মালিক সৌভিক পাল এবং ভাট্টার ম্যানেজার অমিত দেবকে পুলিশ গ্রেফতার করে। তবে গ্রেফতারকৃতদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে বৃহস্পতিবার হালহালীতে অবরোধে বসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অবরোধের জেরে বাজার এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন কমলপুরের এসডিপিও সমুদ্র দেববর্মা, কমলপুর থানার ওসি সুমন আচার্য্য সহ বিপুল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে এবং আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যদিও পরবর্তীতে পুলিশি হস্তক্ষেপে অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়।

# রোমান স্ক্রিপ্টের দাবিতে আগরতলায় টিএসএফ ও টিআইএসএফ-এর মশাল মিছিল

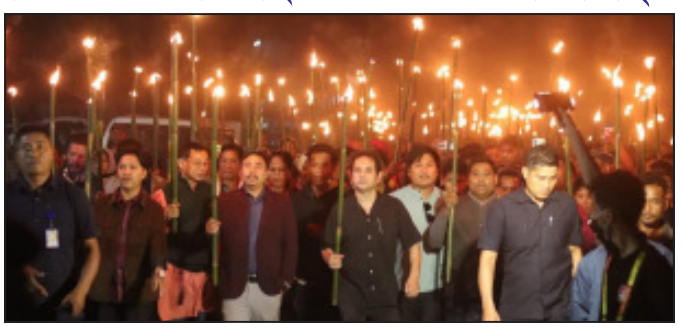



**খবরে প্রতিবাদ, ১৮ ডিসেম্বর ।।** মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ককবরক ভাষার জন্য রোমান স্ক্রিপ্ট চালুর দাবিতে আগরতলায় টিএসএফ ও টিআইএসএফ-এর উদ্যোগে একটি মশাল মিছিল সংগঠিত হয়। মিছিলে অংশগ্রহণ করেন প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মনও। প্রতিবছর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার আগে এই দাবিকে সামনে রেখে জনজাতি ছাত্র ও যুবরা তিপ্রা মথার নেতৃত্বে ময়দানে সরব হতে দেখা যায়। এদিন রাজধানীর স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের সামনে গিয়ে শেষ হয়। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন টিএসএফ-এর সাধারণ সম্পাদক জন দেববর্মা ও ছাত্রনেতা হামলং জমাতিয়া। প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন মশাল হাতে নিয়ে মিছিলে যোগ দেন। মশাল মিছিল সম্পর্কে হামলং জমাতিয়া জানান, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্যে তারা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চান যে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ককবরক ভাষার জন্য রোমান হরফের দাবি অবিলম্বে পূরণ করতে হবে। অন্যথায়, বিগত বছরের মতো এবছরও শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হবে বলে তিনি হুঁশিয়ারি দেন। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই সামাজিক মাধ্যমে রোমান হরফের দাবিতে জনজাতি সমাজকে আন্দোলনে নামার আহ্বান জানিয়েছিলেন প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন। তাঁর সেই আহ্বানের প্রতিক্রিয়াতেই এই মশাল মিছিল সংগঠিত হয়েছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

# মাতাবাড়ি পর্যটন সার্কিট প্রকল্প উপস্থাপন ৪৫১ কোটি টাকার ২১টি প্রকল্প অনুমোদন



**খবরে প্রতিবাদ, ১৮ ডিসেম্বর ।।** আজ মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহার উপস্থিতিতে ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী (ডোনার)-এর সামনে মাতাবাড়ি পর্যটন সার্কিট প্রকল্প উপস্থাপন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে মোট ৪৫১ কোটি মূল্যের ২১টি প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আজ সামাজিক মাধ্যমে এই বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অনুমোদিত প্রকল্পগুলির মধ্যে ২৬৭.৫ কোটি অর্থায়ন করা হবে রাজ্য সরকার, পর্যটন মন্ত্রক এবং পিপিপি (পাবলিক - প্রাইভেট পার্টনারশিপ) মডেলের মাধ্যমে। এর ফলে ত্রিপুরার পর্যটন পরিকাঠামো আরও সুদৃঢ় হবে এবং রাজ্যে পর্যটনের নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবে বলে আশা করছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি আরও বলেন, মাতাবাড়ি পর্যটন সার্কিট প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পর্যটনের পাশাপাশি স্থানীয় অর্থনীতির বিকাশ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে ত্রিপুরা আজ রূপান্তরমূলক উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে বলে অনুষ্ঠানে উল্লেখ করা হয়।

# আগামী এডিসি নির্বাচন জয় করে ২০২৮-এ তিপ্রাসা মুখ্যমন্ত্রীকে বসানো হবে: প্রদ্যোত



**খবরে প্রতিবাদ, ১৮ ডিসেম্বর ।।** ফের একবার জনজাতিদের ঐক্যের বাণী শোনালেন প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন। আগামী এডিসি নির্বাচনে এডিসি জয় করে লক্ষ্য থাকবে ২০২৮ এর নির্বাচন। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তিপ্রাসা মুখ্যমন্ত্রীকে বসানো হবে। আজ দক্ষিণ জেলার কোয়াইফাং থেকে জনজাতিদের এমনটাই প্রতিশ্রুতি দিলেন প্রদ্যোত।

আজ কোয়াইফাং --- এ তিপ্রা মথা দলের এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠান থেকে জনজাতিদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কথা বললেন প্রদ্যোত। তিনি বলেন, বিজেপি নেতারা জনজাতিদের পয়সা দিয়ে কিনতে চান। কিন্তু পয়সার দ্বারা জনজাতিদের বিক্রি করা যাবে না। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এবারে ২৮ এ ২৮ টি সিটে জয় করবে বিজেপি। কিন্তু এটি সম্ভব নয় বলেই দাবি প্রদ্যোতের। তাঁর কথায়, তিপ্রাসারাই এডিসি নির্বাচনে জয়ী হবে। শুধু এডিসি নয়, ২০২৮ এর বিধানসভা নির্বাচনেও মথা তিপ্রাসা মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতায় বসাবেন। এছাড়াও এদিন জনজাতিদের রোমান হরফ সহ তিপ্রাসাদের অধিকার নিয়ে সরব হওয়ার আহবান জানান।

## পথ দুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যু, শোকের ছায়া এলাকাজুড়ে

**খবরে প্রতিবাদ, ১৮ ডিসেম্বর ।।** সারমেয়কে বাঁচাতে গিয়ে পথ দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক যুবকের। বুধবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ খোয়াই থানা এলাকার সমতল পদ্মবিল এলাকায় ওই ঘটনায় তীব্র শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রাহুল দেব একটি স্কুটিতে করে খোয়াই থেকে সমতল পদ্মবিলের দিকে যাচ্ছিলেন। ওই সময় হঠাৎ রাস্তায় একটি সারমেয় চলে আসলে তাকে বাঁচাতে গিয়ে তিনি স্কুটির নিয়ন্ত্রণ হারান এবং দুর্ঘটনায় পড়েন। দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই মর্মান্তিক ঘটনায় সমতল পদ্মবিল সহ আশপাশের এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। ঘটনার খবর পেয়ে খোয়াই থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

# আগামী ২ জানুয়ারি থেকে শুরু ৩৪তম আগরতলা বইমেলা, প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত

**খবরে প্রতিবাদ, ১৮ ডিসেম্বর ।।** আগামী ২ জানুয়ারি থেকে আগরতলার হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে শুরু হতে চলেছে ৩৪তম আগরতলা বইমেলা। এই উপলক্ষে বুধবার আগরতলা পুর নিগমের কনফারেন্স হলে স্টিয়ারিং কমিটির একটি বর্ধিত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বইমেলার সামগ্রিক প্রস্তুতি, আয়োজনের অগ্রগতি এবং সম্ভাব্য নতুন সংযোজন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, স্টেট কালচারাল ডেভেলপমেন্ট কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সবুজ চক্রবর্তী, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ডিরেক্টর ও আধিকারিকরা, বিভিন্ন সাব-কমিটির কনভেনার এবং একাধিক দপ্তরের প্রতিনিধিরা। বৈঠকে মূলত বইমেলার প্রস্তুতি কতদূর এগিয়েছে, তা পর্যালোচনা করা হয়। পাশাপাশি দর্শক ও প্রকাশকদের সুবিধার্থে কী কী পরিবর্তন বা নতুন পরিকল্পনা যুক্ত করা যেতে পারে, সে বিষয়েও



মতবিনিময় হয়। মেলার সময়সূচি নিয়েও আলোচনা হয়। প্রকাশক ও বই বিক্রেতাদের পক্ষ থেকে সময়সূচি কিছুটা এগিয়ে আনার প্রস্তাব এলেও, আপাতত দুপুর ১টা থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত মেলা চালু রাখার সিদ্ধান্তেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বৈঠক শেষে মেয়র দীপক মজুমদার সাংবাদিকদের জানান, আজকের আলোচনায় আমরা সার্বিকভাবে সন্তুষ্ট। বইমেলার প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে এই মেলার সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই কাজ এগিয়ে চলছে। প্রয়োজনে পরবর্তী সময়ে আবার সাব-কমিটি বা স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠক ডাকা হবে। তিনি আরও জানান, বাইরের রাজ্য থেকে খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানানোর প্রস্তাব উঠেছে। যেহেতু বিষয়টি সরকারি স্তরের, তাই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। একই সঙ্গে থিম প্যাভিলিয়ন, মণ্ডপসজ্জা, অফিসারদের নামফলক এবং সামগ্রিক নকশা নিয়েও সমন্বিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়রের কথায়, আগরতলা বইমেলা রাজ্যের একটি ঐতিহ্যবাহী ও জনপ্রিয় আয়োজন। প্রতিবছরই এই মেলায় নতুনত্ব থাকে। বই কেনাবেচার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কবিসম্মেলন, আলোচনা সভা, কুইজ প্রতিযোগিতা এবং ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বইমেলাকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে।

**সত্ত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক** - শ্রী অভিজিৎ দেবনাথ, মুদ্রণ প্রেস রামনগর রোড নং-৪, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত এবং পূর্ব যোগেন্দ্রনগর, দত্তপাড়া, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম থেকে প্রকাশিত।
**Printed by** Sri. Abhijit Debnath, Owner and Publisher Sri. Abhijit Debnath, **Printed at :** Mudran Press Ramnagar Road No-4, Agartala, Tripura (West), Pin-799002,
**Published at :** East Jogendranagar, Agartala, Tripura (West), **Editor :** Sri Abhijit Debnath, Mob : 6009513751